স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা

সময়কাল ঃ ডিসেম্বর ২০১৯

২ নং রত্নাপালং ইউনিয়ন, উখিয়া, কক্সবাজার

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘরঃ রত্নাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।
মোবাইলঃ ০১৮১৯-৬৩২৩৫৩, ০১৭১৪-৩৭৫১৩৪

Govt. of the People's Republic of Bangladesh

2 No Ratnapalong Union Parishad

Post: Ratnapalong, Upazila: Ukhiya, Dist: Cox's Bazar.
Mobile: 01819-632353, 01714-375134

চেয়ারম্যানঃ মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী

Chairman: Md. Khairul Alam Chowdhury

সূত্র- ১৯৭/১৯

তারিখঃ ২৪/১২/২০১৯ইং

প্রত্যয়ন

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসাবে অন্যতম। বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা), পোকা-মাকড়ের আক্রমন, ঘন কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, ইত্যাদি বাংলাদেশের প্রচলিত আপদ। প্রতি বছর এর যে কোন এক বা একাধিক আপদের দ্বারা বাংলাদেশের কোন না কোন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলা দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় অবস্থান হওয়ায় বন্যা, নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, পাহাড়ধস, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি (খরা)'র মতো আপদ সবচাইতে ঝুঁকিতে অবস্থান করছে। উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ইউনিয়ন তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বব্যাপি দুর্যোগ প্রবণ এলাকার সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি এবং সাহায্যের পরিমান ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ায় নিজস্ব ক্ষমতায় টিকে থাকার মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমিয়ে আনার কৌশল অবলম্বন করতে হচ্ছে।

দুর্যোগ প্রবণ এলাকার মানুষের নিজস্ব ক্ষমতায় টিকে থাকার প্রক্রিয়া সমূহ চিহ্নিতকরণ, নথিভুক্তকরণ ও বিনিময় প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে স্থায়িত্বশীল দুর্যোগ সহনীয় সমাজ গঠন করা। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি)'র অর্থায়নে এবং একশনএইড বাংলাদেশ'র বাস্তবায়নে ''দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কক্সবাজার'' প্রকল্পের মাধ্যমে এই মডেলটি উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপনের মাধ্যমে মূলতঃ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। তাই প্রকল্পের শুরুতেই বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় প্রণীত রত্নাপালং ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন ও কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রনয়ন কার্যক্রমটি বিভিন্ন ধাপে সম্পাদিত হয়েছে। জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পনা কর্মশালার মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি নিরূপন ও ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনাটি হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নারী, শিশু, কিশোর/কিশোরী, প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ ব্যক্তি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ইউনিয়নের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ এর কর্মীদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন প্রক্রিয়ায় যথার্থ অবদান রেখেছেন। তাদের এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। পরিকল্পনায় চিহ্নিত বিষয়গুলো জনগোষ্ঠীর সক্ষমতায় এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করা হলে জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

আমি নিম্নে স্বাক্ষরকারী উখিয়া উপজেলার রত্নাপালং ইউনিয়ন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন এবং ঝুঁকি হ্রাসে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান আন্তরিক হবেন এবং জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসে ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি।

সভাপতি
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও চেয়ারম্যান
রত্নাপালং ইউনিয়ন, উখিয়া

মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

সূচীপত্র

অধ্যায় ১ ঃ প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি ৪

১.১. প্রেক্ষাপট ঃ ৪

১.২. এক নজরে ইউনিয়ন / ইউনিয়ন (প্রোফাইল) পরিচিতি ঃ ৫

মানচিত্র - ০১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন ৬

ছক - ০১ ঃ এক নজরে ইউনিয়ন পরিচিতি ৬

১.৩. সিআরএ সম্পর্কিত ধারনাঃ ৭

১.৪. রত্নাপালং ইউনিয়নে সিআরএ হালনাগাদের পেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ঃ ৮

১.৫. সিআরএ হালনাগাদের ধাপ সমুহঃ ৯

১.৬. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশলঃ ৯

অধ্যায় - ২ ঃ কমিউনিটির ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ১০

২.১. রত্নাপালং ইউনিয়নের সম্পদের তালিকা ঃ ১০

ছক - ২.১.১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক ১০

২.২. রত্নাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচিতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি, আপদ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা ১৪

মানচিত্র - ০২: ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র, রত্নাপালং ইউনিয়ন **তথ্য সূত্র ঃ** রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ ২৭

২.৩. **উখিয়া উপজেলার দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস** ২৭

ছক - ২.৩.১ ঃ পালংখালী ইউনিয়নের আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ২৯

২.৪. জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩০

২.৫. খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি ঃ ৩২

২.৬. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ঃ ৩২

ছক - ২.৬.১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি বিন্যাস ৩৩

অধ্যায় - ৩ ঃ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা ৩৩

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ ৩৩

৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস ৩৪

৩.১.২. জলাবদ্ধতা ৩৪

৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা ৩৪

৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ ৩৪

৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস ৩৫

৩.২.২. জলাবদ্ধতা ৩৫

৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা ৩৫

৩.২.৪. পাহাড়ধস ৩৫

৩.১. ইউনিয়ন ভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ৩৬

অধ্যায় - ৪ ঃ সিআরএ হালনাগাদকরনের সমস্যা ও সুপারিশসমূহ ৪৯

৪.১. ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ হালনাগাদকরনের সময় প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ ৪৯

৪.২. সিআরএ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সম্ভাব্য ব্যবহার ঃ ৪৯

অধ্যায় - ৫ ঃ উপসংহার ৪৯

৫.১. উপসংহারঃ ৪৯

সংযুক্তিসমূহ ঃ ৫০
৬. সিআরএ হালনাগাদকরনের সময়সূচি ৫০
৭. সিআরএ হালনাগাদকরণে সহায়তাকারী দল.....৫১
৮. অংশগ্রহনকারীদের তালিকা ৫১
৯.১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ১) ৫১
৯.২. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ২).....৫২
৯.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ৩) ৫৩
১০. সিআরএ হালনাগাদকরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি পত্র ৫৪
১১. সংশ্লিষ্ট ছবি ৫৫

অধ্যায় ১ ঃ প্রেক্ষাপট ও এলাকা পরিচিতি

১.১. প্রেক্ষাপট ঃ

রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলায় অবস্থিত। স্বনামধন্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা এই ইউনিয়নটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৮। কক্সবাজার জেলা হতে প্রায় ২৭ কিঃ মিঃ

দূরে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত ঘেষে প্রায় পাহাড়ী এলাকায় এর অবস্থান। এই ইউনিয়নের পূর্বে ঘুমধুম ইউনিয়ন, পশ্চিমে জালিয়াপালং ইউনিয়ন, উত্তরে হলদিয়াপালং ইউনিয়ন এবং দক্ষিণে রাজাপালং ইউনিয়ন। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস, ভূগর্ভের পানি শুকিয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প এবং সুনামী আপদ জনিত ঝুঁকি আছে। প্রায় প্রতিবছর কমপক্ষে একটি ঘূর্ণিঝড় এবং এর সাথে যুক্ত অতিবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা, উপকূলীয় বন্যা, ভূমিধস মোকাবিলা করে এই ইউনিয়নের মানুষ টিকে আছে। এসবের সাথে যুক্ত হয়েছে মায়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক, যা ২০১৭ সালে চরম আকার ধারণ করে এবং এর প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে এই ইউনিয়নের উপর পড়ছে।

১.২. এক নজরে ইউনিয়ন / ইউনিয়ন (প্রোফাইল) পরিচিতি ঃ

সিআরএ আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে দেখে নেয়া যাক রত্নাপালং ইউনিয়নের সার্বিক চিত্র। এই ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা-২৮,০৬৬ জন প্রায় (সর্বশেষ আদমশুমারী ২০১১ অনুসারে) এখানকার বেশীরভাগ জনগণ কৃষি ও শ্রমজীবী; এছাড়াও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাঝারী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই বেশি। নীচের ছকে এক নজরে ইউনিয়ন পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

মানচিত্র - ০১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন

ছক - ০১ ঃ এক নজরে ইউনিয়ন পরিচিতি

আয়তন	২১.১৮ বর্গ কিঃমিঃ (৫,১০৮ একর)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ মসজিদ বৌদ্ধ মন্দির সাইক্লোন সেল্টার	৫১ টি ৮ টি ৩ টি
গ্রাম	২০ টি	পেশাজীবীঃ কৃষিজীবী শ্রমজীবী ব্যবসায়ী অন্যান্য	 ৫২% ১৯% ১০% ১৯%
মৌজা	১ টি (রত্নাপালং)		
বাজার	২ টি		
বেড়িবাঁধ	নাই	যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ কাঁচা রাস্তা আধা পাকা রাস্তা পাকা রাস্তা	 ৮৮ টি ৪১ টি ৫ টি
লোকসংখ্যা ঃ পুরুষ মহিলা	২৮,০৬৬ জন ১৩,৯১৫ জন ১৪,১৫১ জন		
পরিবার সংখ্যা	৫,৪০৫ টি (পুরুষ প্রধান ৫,১২০ এবং মহিলা প্রধান ২৮৫ জন)	ঘরের অনুপাতঃ ঝুপড়ি কাঁচা আধা পাকা পাকা	 ৩৩.৯৬ % ৫৯.২৮ % ৪.৯৫ % ১.৮১ %
ভোটার সংখ্যা ঃ পুরুষ মহিলা	১৫,৩৯৭ জন ৭,৮৩৩ জন ৭,৫৬৪ জন	মুক্তিযোদ্ধা	১২ জন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ		বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	৯ টি
সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	১২ টি	সরকারী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানঃ	
উচ্চ বিদ্যালয়	২টি	ইউনিয়ন পরিষদ	১ টি
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	-	বিট অফিস	১ টি
কমিউনিটি প্রাঃ বিঃ / আনন্দ স্কুল	২৫ টি	ডাকঘর	১ টি
নুরানী/ এবতেদায়ী মাদ্রাসা	২ টি	কমিউনিটি ক্লিনিক	৪ টি
দাখিল মাদ্রাসা	২ টি	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১ টি
আলিম মাদ্রাসা	২ টি	ব্যাংক	৩ টি
শিক্ষার হার	৫৩%		
কৃষক	৫২%		
বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সম্ভাব্য)ঃ	মহিলা	৫,৬৬০ জন	
	বয়স্ক মানুষ	১,৪০৩ জন	
	অতিদরিদ্র	১৪৬ জন	
	ভিজিএফ/ভিজিডি আওতাভুক্ত	৬৮৯ ও ২৯০ জন	

তথ্য সূত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার, রত্নাপালং

১.৩. সিআরএ সম্পর্কিত ধারনাঃ

সিআরএ (জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ) একটি অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি যা অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ কি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ব করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে

কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়। সিআরএ-তে স্টেকহোল্ডার দলগুলির মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি চিহ্নিত করা, সমাধানে ঐকমত্যে পৌঁছানো, সমাধানের প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সবশেষে একটি বাস্তবায়নযোগ্য ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয়। এ পদ্ধতিতে একে অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে উৎসাহিত করা হয় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১.৪. রত্নাপালং ইউনিয়নে সিআরএ হালনাগাদের পেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ঃ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ কবলিত দেশ। দুর্যোগ কবলিত জেলাসমূহের মধ্যে কক্সবাজারের দক্ষিনাঞ্চলের উখিয়া উপজেলাটি অন্যতম। উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত ৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ২ নং রত্নাপালং ইউনিয়নটি নানা কারণে সর্বাধিক বিপদাপন্ন। উখিয়ার অন্যান্য ইউনিয়নের মত রত্নাপালং ইউনিয়নটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে আক্রান্ত। এলাকার বেশির ভাগ মানুষ শ্রমজীবি। এলাকার ভূমির ধরণ নিচু সমতল ভূমি ও পাহাড়ি এবং বন জঙ্গল হওয়ায় এবং বেশিরভাগ অধিবাসির ভূমির মালিকানা না থাকায় দৈনন্দিন শ্রম বিক্রির উপর এলাকার অধিকাংশ অধিবাসির জীবিকা নির্ভর করে, এছাড়াও ইউনিয়নের অধিবাসিদের কেউ কেউ মাছ ধরে, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, রিক্সা-ভ্যান চালায়, ইত্যাদি পেশার সাথে জড়িত। কৃষির মধ্যে আমন ফসলই প্রধান। পানির সংকটের কারণে অনেক জায়গায় ইরি ধান চাষ করতে পারে না, এখানকার জনগন ভূমিহীন এবং সম্পদহীন হয়ে দারিদ্র সীমার নীচে প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে এবং জীবন যাত্রার মান নিন্মতর হচ্ছে। মিয়ানমার থেকে আসা অতিরিক্ত রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর চাপে এখানকার রাস্তা-ঘাট, চিকিৎসা ও শিক্ষাব্যবস্থা, শ্রমবাজার ও স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্থানীয় সামাজিক সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি, কৃষিখাত, সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থা, ভূমিরূপ, পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থা, পরিবেশ, প্রতিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট সহ স্বাভাবিক স্থিতিশীল জীবন যাত্রার সকল ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব স্পষ্ট। এটি একটি মানবিক বিপর্যয় যা এক জটিল ধরণের মানবসৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষতির ফলে এই ইউনিয়নের শিক্ষার অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা কম। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই ইউনিয়নে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ইউনিয়নের জনগণ অর্থনৈতিক সফলতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ায় ইউনিয়নে পাহাড়ি ঢল, বন্যা, জলাবদ্ধতা, ভূমিধস / পাহাড় ধস, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, শীলাবৃষ্টি, কালবৈশাখীর ফলে কৃষি, মৎস্য, আবাসন, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাত সহ অন্যান্য সকল সামাজিক উপাদান সমূহ প্রায় প্রতি বছর বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলা করতে হলে প্রকৃতির সাথে অভিযোজনের বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের অংশগ্রহণে ও মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় দুর্যোগের ঝুঁকি নিরূপন ও প্রশমন পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে রত্নাপালং ইউনিয়নের বর্তমান সিআরএ টি অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে সিআরএ হালনাগাদ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

সিআরএ হালনাগাদকরণে যে সব বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বা নতুন ভাবে সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো হল:

- ইউনিয়নের মানচিত্র

- ইউনিয়নেন ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট
- প্রধান ঝুঁকিসমূহ, ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা, ঝুঁকির খাত এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা
- ইউনিয়নের ঝুঁকি বিন্যাস (রিস্ক ম্যাট্রিক্স)
- ইউনিয়নের সম্পদের তালিকা
- আপদভিত্তিক বর্ষপঞ্জি
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

১.৫. সিআরএ হালনাগাদের ধাপ সমুহঃ

সিআরএ একটি প্রক্রিয়া ভিত্তিক অনুশীলন, যে প্রক্রিয়াটা কমিউনিটির জন্য কমিউনিটির দ্বারাই সম্পাদন করা হয়। তাই কমিউনিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীই হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার প্রধান। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতা সনাক্ত করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করে। সিআরএ হালনাগাদের ধাপ সমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ধাপ - ১ ঃ বর্তমান সিআরএ সম্পর্কে আলোচনা ও একমত হওয়া;
ধাপ - ২ ঃ আপদ, নির্দিষ্ট আপদের সমস্যা, সমস্যার কারন চিহ্নিত করা;
ধাপ - ৩ ঃ সমস্যার অগ্রাধিকারকরন ও সমস্যা বিশ্লেষণ।
ধাপ - ৪ ঃ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা।
ধাপ - ৫ ঃ যাচাই করন ও অনুমোদন।

১.৬. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশলঃ

সাধারণত বাস্তব পরিস্থিতি জানা ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ দল বিভিন্ন পিআরএ টুলস্ প্রয়োগ করেন বিশেষ করে পরিভ্রমন, ফোকাস দল আলোচনা (এফজিডি), নির্বাচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎকার (কেআইআই), ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেম্বার ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মশালা ইত্যাদি। রাজাপালং ইউনিয়নে সিআরএ হালনাগাদকরণ কার্যক্রম পরিচালনাকালীন উক্ত ইউনিয়নের মানুষজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত টুলস্ ব্যবহার করা হয়।

<u>টুলস্ সমূহ নিম্নরূপ-</u>

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশল	সম্ভাব্য তথ্য
সম্পর্ক উন্নয়ন (**Rapport Building**)	সাম্ভাব্যতা যাচাই, কমিউনিটির সংবেদনশীল করন, স্থানীয় নেতা চিহ্নিত করা হয়।
সামাজিক ও ঝুঁকি মানচিত্র (**Social and Risk Mapping**)	বর্তমান সিআরএ তে সংযুক্ত মানচিত্র সিআরএ তে অংশগ্রহণকারীদের সাথে যাচাই করে নেওয়া। এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ একত্রে বসে তাদের নিজ ইউনিয়নের একটি সামাজিক মানচিত্র অংকন করেন; যার

	মাধ্যমে গ্রামের সার্বিক চিত্র, ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার উপাদান সমূহ ফুটে উঠেছে।
ঋতু পঞ্জিকা (**Seasonal Calendar**):	বছরের বিভিন্ন মাসের সাথে আপদ, জীবন ও জীবিকা, আয় ইত্যাদি সম্পর্কে ধারনা পাওয়া গেছে। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ছকের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।
নির্দিষ্ট দলে আলোচনা (**Focus Group Discussion**)	ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রুপ গঠন করে সংশ্লিষ্ট ইউ/পি সদস্য, মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের নিয়ে একটি সমন্বিত এফজিডি'র আয়োজন করা হয়। এই সকল আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচয়, তাদের সমস্যা, সক্ষমতা, চাহিদা ও বিপদাপন্নতার বিষয়গুলি উঠে এসেছে। এফজিডি তে নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়: ✓ ঝুঁকি সনাক্তকরন (আপদ/ বিপদাপন্নতা) ও ঝুঁকি বিন্যাস ✓ ঝুঁকিপূর্ন এলাকা চিহ্নিতকরন ✓ ঝুঁকিপূর্ন স্থাপনা চিহ্নিতকরন ✓ ঝুঁকির খাত চিহ্নিতকরন ✓ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা নির্নয়
সহায়ক দলিল-দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন	ইউনিয়নের উপর করা সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন প্রতিবেদন, আপদকালীন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হতে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনাক্রমে তথ্য সংগ্রহ ও সংযুক্ত করা

অধ্যায় - ২ ঃ কমিউনিটির ঝুঁকি, সক্ষমতা ও বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

২.১. রত্নাপালং ইউনিয়নের সম্পদের তালিকা ঃ

ছক - ২.১.১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়নের সম্পদের ছক

ওয়ার্ড / সম্পদ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ওয়ার্ড দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ	ওয়ার্ড সদস্য ঃ মোকতার আহমদ; ফোন: ০১৮১৮৭৩৬৫৯৭	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: মাহবুবুল আলম; ফোন: ০১৮১৭২৭১২১৫	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: কামাল উদ্দিন ফোন: ০১৮১৪২৭০৩১৭	ওয়ার্ড সদস্যঃ আলতাফ মিয়া ফোন: ০১৮১১১৯২৬৬৫	ওয়ার্ড সদস্যঃ ফিরোজ আহমদ; ফোন: ০১৮৫৫৭৪৭৭৫১	ওয়ার্ড সদস্যঃ মির আহমদ চৌধুরী; ফোন: ০১৮১৯৫২০৪৩৭	ওয়ার্ড সদস্যঃ মোহাম্মদ সেলিম; ফোন: ০১৮১৮১৯৬৪৫৪	ওয়ার্ড সদস্যঃ আব্দুল গফুর ফোন: ০১৮১৩৯৪৬৩৯৩	ওয়ার্ড সদস্যঃ মো: সেলিম কায়ছার ফোন: ০১৮১৯৫০৯৫৮৫
ওয়ার্ড সংরক্ষিত নারী সদস্যবৃন্দ	রিজার্ভ আসন ওয়ার্ড সদস্য ১, ২,৩ ঃ আনজুমান ইয়াছমিন চৌধুরী ফোন: ০১৮৩০৪৭৫০৪৫			রিজার্ভ আসন ওয়ার্ড সদস্য ৪,৫,৬ ঃ পুতুল রাণী বড়ুয়া ফোন: ০১৭৩১০৯৭৮৮৪			রিজার্ভ আসন ওয়ার্ড সদস্য ৭,৮,৯ ঃ জন্নাতুন নাহার বিউটি ফোন: ০১৮১৯৩০৭৭৬১		
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স/ উপকেন্দ্র	-	-	-	-	-	-	-	রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ	-
ইউপি অফিসার / ডিএমসি সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে।	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে। ইউপি কার্যালয়ে খোঁজ ও উদ্ধার সরঞ্জাম রয়েছে	কমিটির প্রতি সদস্যের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম রয়েছে
সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: মাহবুব আলম ০১৮১৮১৪১৫৭৭	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: মোরশেদ আলম - ০১৮৪৬৭২১২৭৬	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: মাহমুদুল আলম - ০১৮৫৫৫৪৮৮৮২	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: আমিনুল ইসলাম ০১৮৪০১১৯৫৮৬	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: সালাউদ্দিন - ০১৮৫৬১১৬৯৪৭	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: খতিজা বেগম ০১৮৬০৮৫৭৮৫৬	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: সাজ্জাদ হোসেন ০১৮২১০৭৩৯৩০	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: নাছিমা আক্তার - ০১৮৭১৩৫০৫৯০	ওয়ার্ড প্রতিনিধি: আরাফাত শাহীন ০১৮৮৭৭৯৪৪০০

	(১,২,৩ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)			(৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)			(৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড মিলে মোট ১৫ জন সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে)		
বিডিআরসিএস সেচ্ছাসেবক	নাই (ইউনিয়ন পর্যায়ে বিডিআরসিএস এর কোন স্বেচ্ছাসেবক নাই)								
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র (সক্ষমতা)	-	-	থিমছড়ি সাইক্লোন সেল্টার কাম স: প্রা: বিদ্যালয় (ধারণ ক্ষমতা ৪০০ জন)	-	গয়ালমারা সাইক্লোন সেল্টার কাম স: প্রা: বিদ্যালয় (ধারণ ক্ষমতা ৪০০ জন)	কামারিয়ার বিল সাইক্লোন সেল্টার কাম স: প্রা: বিদ্যালয় (ধারণ ক্ষমতা ৪০০ জন)	-	-	-
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ কেন্দ্র	-	-	-	১টি, ভালুকিয়া স্টেশন, আমতলী,	-	-	-	-	-
কমিউনিটি ক্লিনিক	১ টি, মাতবর পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক, সোনিয়া আফরোজ - ০১৮৩২৮ ৯৫৭৩৪	-	-	-	১ টি, চাকবৈঠা কমিউনিটি ক্লিনিক,	-	১ টি, রুহুল্লার ডেবা, সুষমিতা বড়ুয়া এপি - ০১৮২৯ ৬২৮১৮ ৭	-	১ টি, কোটবাজার কমিউনিটি ক্লিনিক, জিয়াউল হাসান - ০১৮১৪৯ ৪৪৩৯১
মসজিদ /মন্দির	মোট ৫১ টি মসজিদ এবং ৮ টি মন্দির								
ইউনিয়ন / ওয়ার্ড সুরক্ষার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি নাম এবং	মোকতার আহমদ; ফোন: ০১৮১৮৭৩ ৬৫৯৭	মো: মাহবুবুল আলম; ফোন: ০১৮১৭২ ৭১২১৫	মো: কামাল উদ্দিন ফোন: ০১৮১৪২ ৭০৩১৭	আলতাফ মিয়া ফোন: ০১৮১১১ ৯২৬৬৫	ফিরোজ আহমদ; ফোন: ০১৮৫৫ ৭৪৭৭৫১	মির আহমদ চৌধুরী; ফোন: ০১৮১৯৫ ২০৪৩৭	মোহাম্মদ সেলিম; ফোন: ০১৮১৮১ ৯৬৪৫৪	আব্দুল গফুর ফোন: ০১৮১৩৯ ৪৬৩৯৩	মো: সেলিম কায়ছার ফোন: ০১৮১৯৫ ০৯৫৮৫

ফোন নম্বর									
ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দালান এর সংখ্যা যা জরুরী সময় আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে (ধারণ ক্ষমতা)	-	-	-	২ টি (ধারণক্ষমতা ২০০ জন প্রায়)	-	-	-	৬ / ৭ টি (ধারণক্ষমতা ১০০০-১২০০ জন প্রায়)	-
ইউপি ইওসি	-	-	-	-	-	-	-	-	-
জরুরী মজুদাগার (সরকারি)	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে অস্থায়ী মজুদাগার রয়েছে।								
অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য খোলা জায়গা, সক্ষমতাসহ		ভালুকিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ (ধারণ ক্ষমতা ৮০০ জন প্রায়); মো: লিয়াকত আলী ০১৮১৬ ০২৪৭০ ৬		আমতলী স: প্রা: বিদ্যালয় মাঠ (ধারণ ক্ষমতা ৮০০ জন প্রায়)				রত্নাপালং মাঠ (ধারণক্ষমতা ১০০০ জন প্রায়)	
অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র/ উপ-কেন্দ্র এবং যোগাযোগের	অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র নাই। নিকটস্থ অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রঃ মো: ইমদাদুল হক, স্টেশন অফিসার, উখিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ০১৭১১০৭৯৪৪৭। জরুরী যোগাযোগের নম্বর: ০১৫৩৩২৮৩৮৩২								

নম্বরসহ									
পুলিশ / এএফডি / আনসার ভিডিপি / বিজিবি / র‍্যাব ইত্যাদির যোগাযোগ নম্বর	-	-	-	মোস্তফা কামাল শাহীন, আনছার ভিডিপি দলনেতা ০১৮১৪১ ১১৩৮০	-	-	-	-	-

তথ্য সূত্র ঃ ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৯

২.২. রত্নাপালং ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচিতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি, আপদ ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর তালিকা

১নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
উত্তর পার্শ্বে রত্নাখাল লাগোয়া কোর্টবাজার, খন্দকার পাড়া, মধ্যরত্না, পূর্ব রত্না, আমিরজান বাপের পাড়া আংশিক লাগোয়া হলদিয়া পালং	ভালুকিয়া সী-বীচ সড়ক, কোর্টবাজার খন্দকার পাড়া, মধ্যরত্না, পূর্বরত্না, আমিরজান বাপের পাড়া, মাতবর পাড়া	কোর্টবাজার লাগোয়া হলদিয়া পালং ইউনিয়নের রুমখা বাজার এবং আংশিক রত্না খাল	তেলীপাড়া মাঝের পাড়া রাস্তা এবং সর্দার পাড়া ও মাতবর পাড়া	৪০০-৪৫০ জন ঝুঁকিপূর্ণ মানুষ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ১									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				মন্তব্য
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	
১.	বন্যা	কোর্টবাজার উত্তরাংশ অল্প বৃষ্টিতে জলোচ্ছাস হয়ে ডুবে যায় এবং মাতবর পাড়ায় পানিতে ডুবে যায়	মাতবর পাড়ায় ছড়ার দু'পাশের ঘরবাড়ি, কোর্টবাজার এলাকার রাস্তা (উভয়পাশের)	কৃষি জমি (১৫০ একর প্রায়), পানের বরজ	১৪৫জন	২০ জন	৫০ পরিবার	-	৪০০-৪৫০ জন ঝুঁকিপূর্ণ
২.	সাইক্লোন								ঝুঁকি কম
৩.	ভূমিধস/ পাহাড়ধস								নাই

১নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

২ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	ঈশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
থিমছড়ি	মাতবর পাড়া	সর্দার পাড়া, উত্তর সর্দার পাড়া	মাঝের পাড়া/বাজার পাড়া	বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ৩৫০ পরিবার ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে
বন্যার কারণে ঝুঁকিতে রয়েছে			বাজার পাড়ায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে	

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ২									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				মন্তব্য
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	

১.	বন্যা	পশ্চিম মাতবর পাড়া	নেই	কৃষিখাতে ও পশু সম্পদ	৫০০জন	১০০ জন	৩৫০ পরিবার	৫০ জন	৩৫০ পরিবার
২.	সাইক্লোন	২নং ওয়ার্ডে	নেই	ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, কালভার্ট, গাছপালা	৫০০ জন	১০০ জন	৩৫০ পরিবার		৫৫০ পরিবার
৩.	ভূমিধস/পাহাড়ধস								নেই
৪.	অন্যান্য								

২নং ওয়ার্ড আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৩ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
থিমছড়ি, থিমছড়ি খাল, খেওয়াছড়ি ছরা	খলুর বাপের পাড়া, তুলাতুলী, বিজিবি সড়ক	মাঝের পাড়া, বাজার সংলগ্ন কবরস্থান, কার্পেটিং রাস্তা	পূর্বকুল পাহাড়	প্রায় ৩০০ পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে
অধিক বৃষ্টি হলে খালের পাশের ঘরবাড়ি ও ক্ষেত খামার ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, পাহাড়ী ঢলে প্লাবিত হয়	অধিক বৃষ্টিতে তুলাতুলী হইতে থিমছড়ি সংযোগ সড়ক বিচ্ছিন্ন হয়	অধিক বৃষ্টিতে বন্যায় প্লাবিত হয়	পাহাড়ধস ও পাহাড়ী ঢলের কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। পূর্বকুল কাঠের ব্রীজ ভেঙ্গে যায়, প্রচুর ক্ষেত খামার ও ঘরবাড়ির ক্ষয়-ক্ষতি হয়	

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৩									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	মন্তব্য
১.	বন্যা/ পাহাড়ীঢল	থিমছড়ি, খেওয়াছড়ি, পূর্বকুল	ঘরবাড়ি, কাঠের ব্রীজ (তুলাতলী), বাঁশের সাঁকো (খেওয়াছড়ি)	ক্ষেত খামার, মৎস্য চাষ প্রায় ২০টি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাগান	প্রায় ২০০ জন	২০ জন	৬৫০ জনের মত	২৫	প্রায় ১৫০০ জন
২.	সাইক্লোন		ঘরবাড়ি, কাঠের সেতু, বাঁশের সাঁকো, গাছপালা	ক্ষেত খামার, মৎস্য চাষ					
৩.	ভূমিধস/পাহাড়ধস	তুলাতলী, পূর্বকুল খেওয়াছড়ি	ঘরবাড়ি, প্রায় ২৫০ পরিবার	বাগান (ফলজ ও বনজ), যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়					প্রায় ১৩০০ জন
৪.	অন্যান্য:	ভূমিকম্প হলে পাহাড়ধস হয়	মাটির ঘর ভেঙ্গে যায়						

৩নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

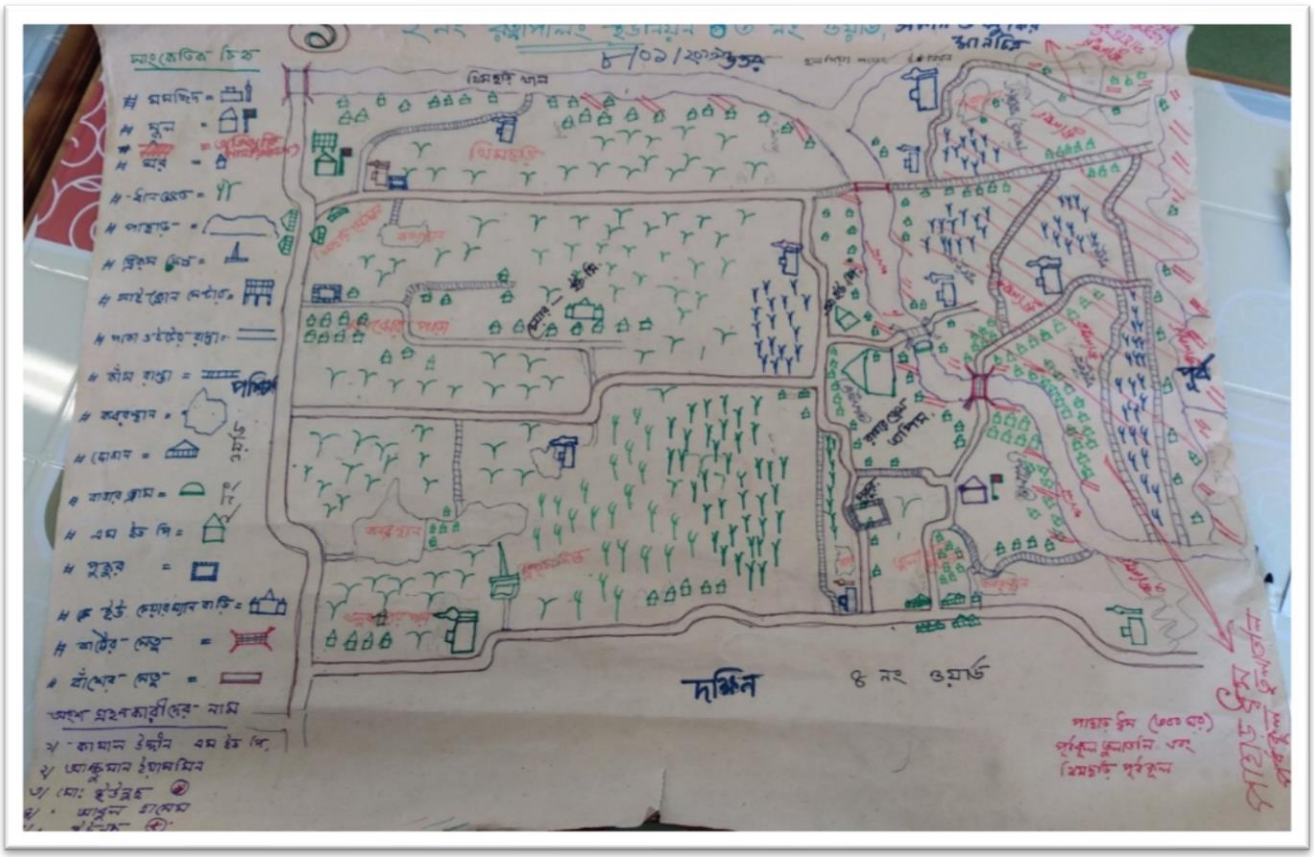

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৪ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
ফৈজাবাপের পাড়া, তুলাতুলী ও ভালুকিয়া স্টেশন	আমতলী	হারু ফকিরের পাড়া	ফৈজাবাপের পাড়া, আমতলী	বন্যা প্লাবিত হলে ৬০০ পরিবারের ক্ষয়-ক্ষতি হয়
অতিবৃষ্টিতে পাহাড়ী ঢল হয়	ঘূর্ণিঝড়ের ভারী বর্ষনে গাছপালা ভেঙ্গে যায়	হারু ফকিরের পাড়া ঘূর্ণিঝড়ের ভারী বর্ষনে ঘরবাড়ি ও গাছপালা ভেঙ্গে যায়	ভারী বৃষ্টির ফলে নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয়	ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঘরবাড়ি ও গাছপালার ক্ষয়-ক্ষতি হয়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৪									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	মন্তব্য
১.	বন্যা	ফৈজা বাপের পাড়া/ আমতলী	ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট	কৃষিজমি, পানের বরজ ও মাছের প্রজেক্ট	২৫০জন	২০ জন	৭০০ জন	২৫ জন	১১০০ জন
২.	সাইক্লোন	৪নং ওয়ার্ড পুরোটাই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	৫০০ পরিবার	গাছপালা, পানের বরজ, সুপারী বাগান ও মৎস্য চাষ	৩০০জন	২০ জন	৭৫০ জন	২৫ জন	১০০০ জন
৩.	ভূমিধস/ পাহাড়ধস	তুলাতলী	ঘরবাড়ি ৩০ পরিবার	পানের বরজ, গাছপালা ও আমবাগান	১৫ জন	৮ জন	২৫ পরিবার	নাই	২৫০ জন
৪.	অন্যান্য								

৪নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৫ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
চাকবৈঠা উত্তর পাড়া (পাহাড় রয়েছে)	চাকবৈঠা মধ্যম (খাল রয়েছে) (দক্ষিণ দিক দিয়ে খাল বয়ে গেছে)	পশ্চিম চাকবৈঠা + নতুনপাড়া (পাহাড় ও খাল)	করইবনিয়া + পূর্ব চাকবৈঠা + পূলের ঝিঁরি + ফসল করিম মিয়া গুনা (পাহাড় রয়েছে)	পাহাড় ধসের কারণে ৩০০-৫০০ পরিবার ঝুঁকিতে আছে। করইবনিয়া + চাকবৈঠা উত্তর পাড়া + পূলেরঝিঁরি + ফজল করিম মিয়া গুনা
অতিবৃষ্টি ও বন্যাজনিত কারণে পাহাড়ধসে ফসলি জমি ও ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায় ও খাবার পানির সংকট হয়।	অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে খাল থেকে পানি উঠে ফসলি জমি নষ্ট হয়ে যায়	বন্যার কারণে ফসলি জমি এবং রাস্তা-ঘাট ও বসতভিটার জমি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।	পাহাড়ধসের কারণে প্রায় ৩০০ টি পরিবার ঝুঁকিতে আছে।	

ঝুঁকি বিশ্লেষন

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৫									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি,	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা,	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	মন্তব্য

				পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)				
১.	বন্যা	চাইবৈঠা উত্তর পাড়া + করইবনিয়া + ফুলের ঝিরি + ফজল করিম মিয়া গুনা + মধ্যম চাকবৈঠা	ফসলি জমি রাস্তা, ব্রিজ ও ঘরবাড়ি	আমের বাগান মুরগির খামার, গরুর খামার, পানের বরজ	৫০০	১২০	২০০০	নাই	৩০০০ জন প্রায় ঝুঁকিপূর্ণ
২.	সাইক্লোন								নাই
৩.	ভূমিধস/ পাহাড়ধস	চাইবৈঠা উত্তর + দক্ষিণ+ পশ্চিম + পূর্ব, করইবনিয়া ফুলের ঝিরি, ফজল করিম মিয়া গুনা	ফসলি জমি রাস্তা, ব্রিজ ও ঘরবাড়ি	আমের বাগান মুরগির খামার, গরুর খামার, পানের বরজ	৫০০	১২০	২০০০	নাই	১০০০ পরিবার

৫নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

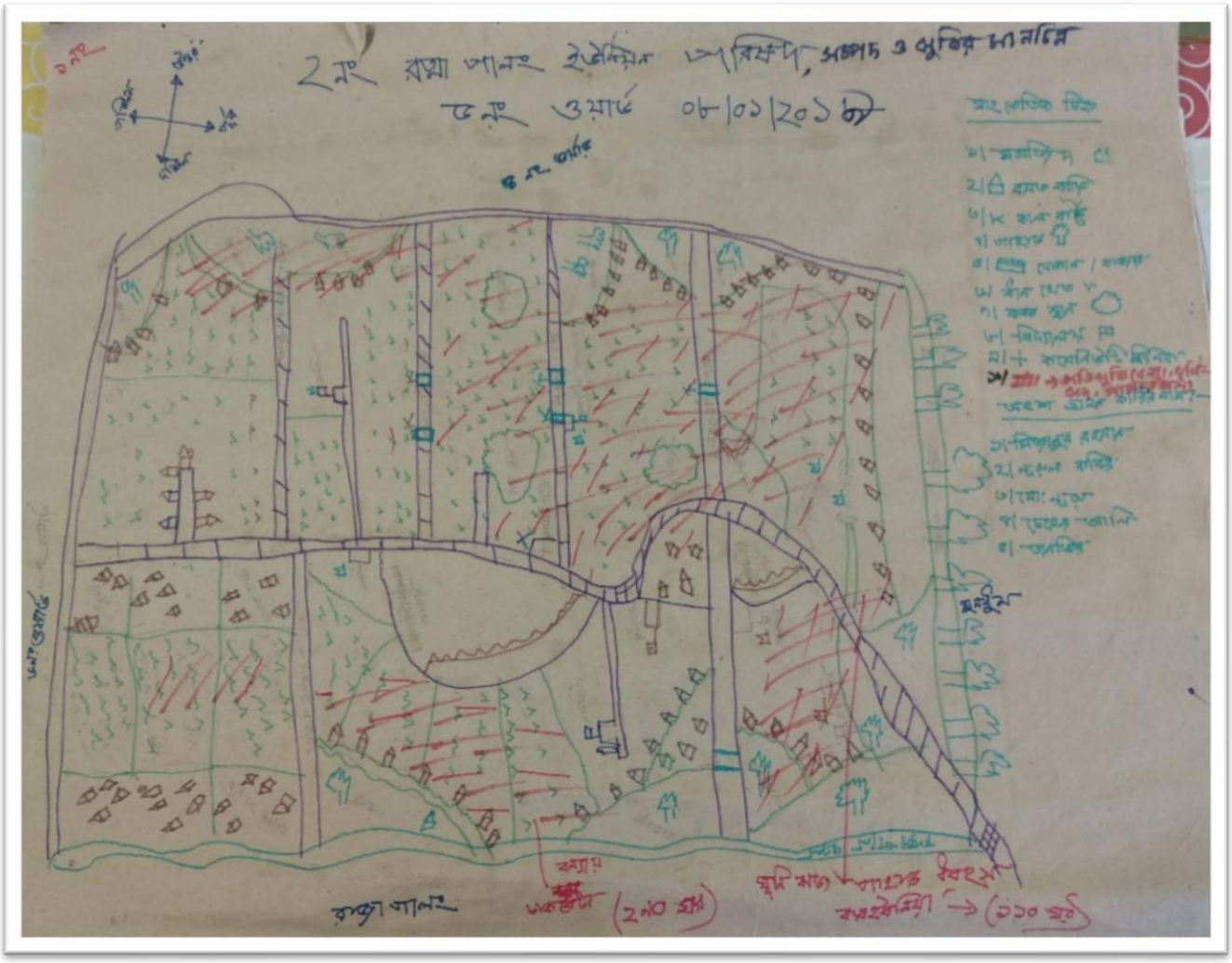

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৬ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
ভালুকিয়া সী-বীচ রোড, জামবুনিয়া ছরা বর্ষায় প্লাবিত হয়।	হিজলিয়া খাল, কামারিয়ার বিল ও গয়ালমারার খাল বর্ষায় প্লাবিত হয়ে।	বায়তুস শরীফ রোডে অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা হয়।	গয়ালমারা গ্রাম	১৫০ পরিবার (৯৫০ জন) ঝুঁকিতে রয়েছে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৬									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	মন্তব্য
১.	বন্যা	পশ্চিম গয়ালমারা আংশিক, পশ্চিম কামারিয়ার বিল	দক্ষিণ গয়ালমারা খালের পাশে (হিজলিয়া) বেড়িবাঁধ	মৎস্য ও কৃষি খাত	২২০ জন	৭০ জন	৪০০ জন	১০ জন	প্রায় ২০০০ জন
০২.	সাইক্লোন	পশ্চিম গয়ালমারা আংশিক, পশ্চিম কামারিয়ার বিল	মাটির ঘর	কৃষি ও মৎস্য খাত, পান বরজ					

৬নং ওয়ার্ডঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৭ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
ইউসুফ আলী সড়ক ও রুহুল্লার ডেবা	জাম্বনিয়া ছরা ও রুহুল্লার ডেবা, চেংছড়ি খাল ও তেলীপাড়া	আরাকান সড়ক তেলীপাড়া আংশিক ও টেকপাড়া আংশিক	কামারিয়া বিলের সাথে লাগোয়া রুহুল্লার ডেবা	১০০টি পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৭									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				মন্তব্য
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	
১.	বন্যা	তেলীপাড়া পশ্চিম রুহুল্লার ডেবা পূর্ব	ঘরবাড়ি	পশুসম্পদ, ঘরবাড়ি	বিধবা-১৫০ জন, বয়স্ক- ১০০ জন, স্বামী পরিত্যক্ত-৩০ জন	৫০ জন	২৫০ জন	নেই	১০০ পরিবার ঝুঁকিতে রয়েছে
০২.	সাইক্লোন	সম্পূর্ন ওয়ার্ড							
০৩.	ভূমিধস/ পাহাড়ধস	তেলীপাড়া						নেই	
০৪.	অন্যান্য								

৭নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৮ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
উত্তর পাশে ভালুকিয়া সী-বীচ সড়ক টেকপাড়া পশ্চিমে পূর্বে মধ্যরত্না	চেইনছড়ি খাল, ইউসুফ আলী সড়ক, টেকপাড়ার অংশ বন্যা হলে পানিতে তলিয়ে যায়।	আরকান রোড, কোর্টবাজার পশ্চিমে টেকপাড়া	বায়তুশ শরফ রোড, রুহুল্লার ডেবা পাড়া	বন্যার সময়ে প্রায় ২৫০ পরিবার ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।
বন্যার পানি জমে প্রায় ১৫০ পরিবার ঝুঁকিতে থাকে	বন্যার পানিতে ঝুঁকিপূর্ণ থাকে	বন্যার পানিতে প্রায় সময় ভরপুর থাকে	ছরার পানি আটকিয়ে থাকে	

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৮									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	মন্তব্য
১.	বন্যা	টেকপাড়া মধ্যরত্না, রুহুল্লার ডেবার কিছু অংশ	ফসলের ক্ষতি, রাস্তাঘাট ভাঙ্গন	গরু-ছাগল, মুরগি, কৃষিজমি, পান বরজ	৭০ জন	২০ জন	১৫০ জন	৫০ পরিবার	প্রায় ২৫০ পরিবার
২.	সাইক্লোন	পুরো এলাকা	ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট	উসলের ক্ষতি, ক্ষেত-খামার, গাছপালা	৭০ জন	২০ জন	১৫০ জন	৫০ পরিবার	প্রায় ৪০০ পরিবার
৩.	ভূমিধস	মধ্যরত্না							নাই
৪.	অন্যান্য								

৮নং ওয়ার্ডঃ সম্পদ ও ঝুঁকির মানচিত্র

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

৯ নং ওয়ার্ড ঃ ওয়ার্ড ভিত্তিক সম্ভাব্য দৃশ্যপট (ঘূর্ণিঝড় 'মোরা-২০১৭' এর মত ক্ষমতাপূর্ন)

উত্তর	দক্ষিণ	পশ্চিম	পূর্ব	মন্তব্য
রুমখা বাজার পাড়া, কোর্টবাজার, বড়ুয়া পাড়ার একাংশ	সাদ্ কাটার পুরো অংশ, পশ্চিম রত্নার ফজলুর রহমানের পাড়া, পশ্চিমে বড়ুয়া পাড়ার একাংশ	পশ্চিম রত্নার সওদাগর পাড়ার পুরো অংশ	কোর্টবাজার এবং পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদ	৪০০ পরিবার ঝুঁকির মধ্যে আছে
অতিবৃষ্টি হলে পাহাড়ি ঢল এসে পুরো এলাকা পানিতে তলিয়ে যায়।	অতিবৃষ্টিতে বন্যা হয়, নদী ভাঙ্গনের ফলে বসবাসের ঝুঁকি থাকে।	অতিবৃষ্টির কারণে পাহাড়ি ঢল এসে পুরো এলাকায় বন্যা হয়, ঝড়ের সময় বাতাসের কারণে ঘরবাড়ি ও ফসলের ক্ষতি হয়, নদী ভাঙ্গনের ফলে	কোর্টবাজারে পানি নিষ্কাশনের তেমন কোন ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টি হলেই সাধারণ মানুষের চলাচলের অসুবিধা হয়, অতিবৃষ্টি হলে পাহাড়ি ঢল এসে পুরো বাজার পানিতে তলিয়ে যায়।	

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড নং ঃ ৯									
ক্রমিক	আপদের নাম	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা	ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা	ঝুঁকির খাতসমূহ (মৎস্য, কৃষি, পশুসম্পদ ইত্যাদি)	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী (সংখ্যা)				মন্তব্য
					বিপদাপন্ন নারী (বিধবা, বয়স্ক, স্বামী পরিত্যক্ত ইত্যাদি)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	হতদরিদ্র	ভাসমান ও অন্যান্য	
১.	বন্যা	পশ্চিম রত্না, সাদৃকাটা (পানি জমে থাকে) পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে	রেজুখালের পাশে যে বাড়ি আছে সেগুলো ঝুঁকিতে আছে	ঘরবাড়ি, কৃষি জমি, মৎস্য খাত, ৫টি পুকুর তলিয়ে যায়	১০০ জন	৩০ জন	৫২০ জন	নাই	৮০০ জন বিপদাপন্ন মানুষ
২.	সাইক্লোন	সম্পর্ণ ওয়ার্ডে	কাঁচা ঘরবাড়ি	সুপারী বাগান, কৃষি জমির ফসল, কাঁচা ঘরবাড়ি					
৩.	ভূমিধস/ পাহাড়ধস								নাই
৪.	নদীভাঙ্গন	পশ্চিম রত্না, সাদৃকাটা রেজু খালের পাড়	সুপারী বাগান, ফসলী জমি, কাঁচা ঘরবাড়ি						২০০ জন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়

৯নং ওয়ার্ড ঃ আপদ ও সম্পদের মানচিত্র

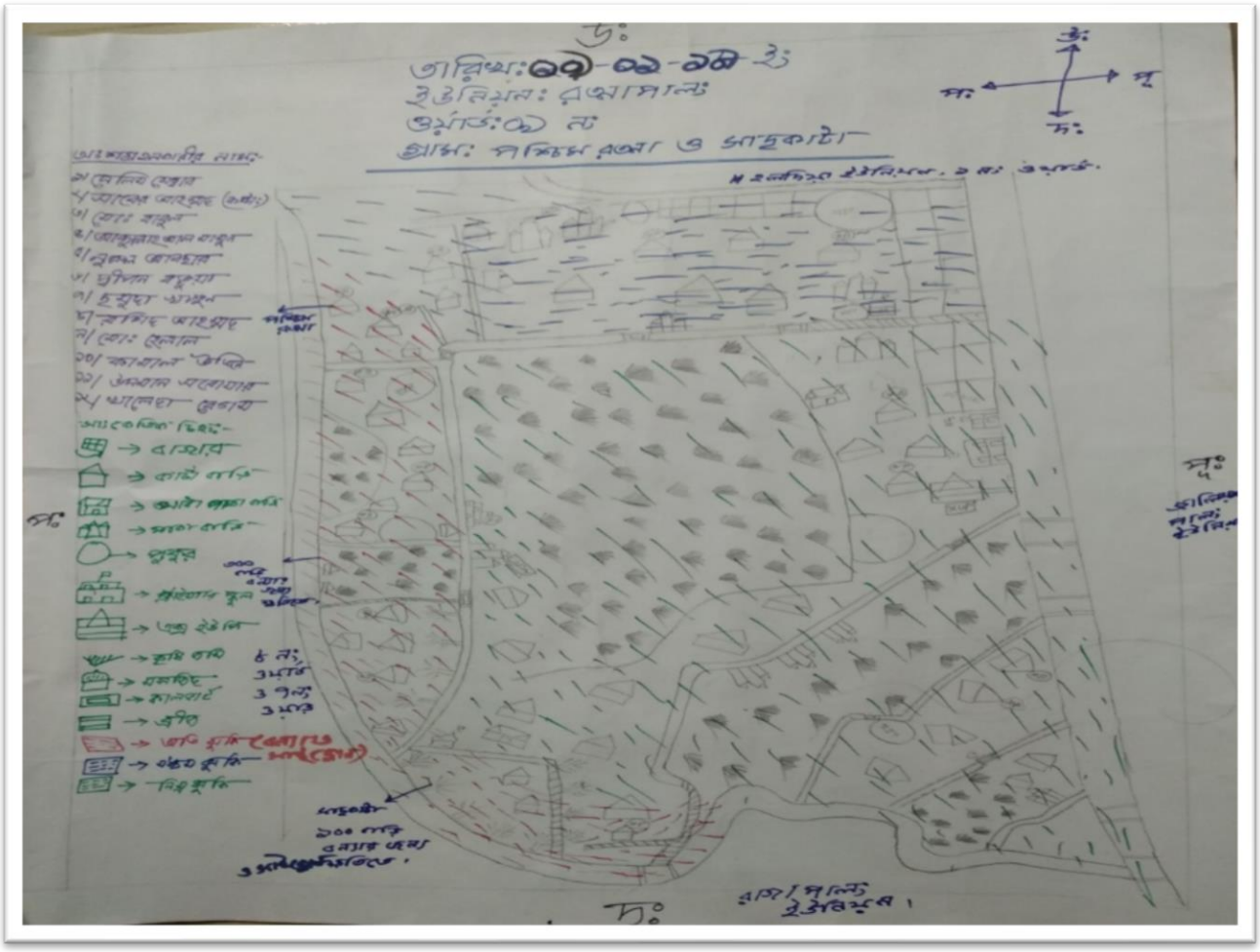

তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

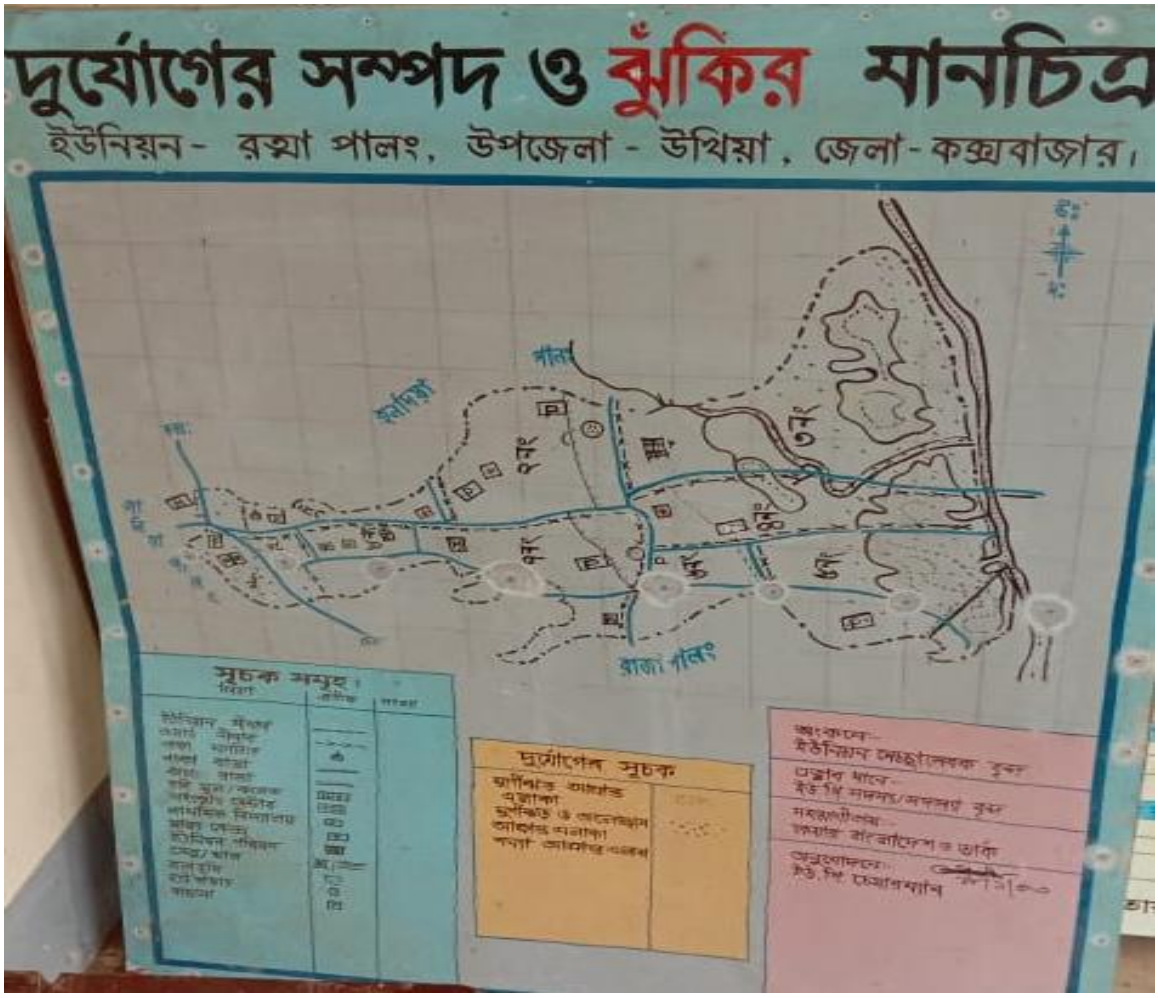

মানচিত্র - ০২: ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র, রত্নাপালং ইউনিয়ন তথ্য সূত্র ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

২.৩. উখিয়া উপজেলার দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

কক্সবাজার জেলা হতে ৩২ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোসাগরে কুল ঘেষে পাহাড় বেষ্টিত উখিয়া উপজেলা। বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষতঃ ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জল্লোচ্ছাস, পাড়াহী ঢল ও আকস্মিক বন্যা, পাহাড় কাটা, কালবৈশাখী/বজপ্রাত, ধান-পানে পোকার আক্রমণ, ইত্যাদি'র প্রভাবে এতদ্বাঞ্চলের মানুষ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। এই উপজেলার প্রধান দুর্যোগের মধ্যে পাহাড়ী ঢলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলাবদ্ধতা, গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচ সমস্যা, খালের পাড় ভাঙ্গন, হাতির আক্রমন, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ নিধন উল্লেখযোগ্য।

বিশেষভাবে বছরের মার্চ-মে এবং অক্টোবর মাসে রত্নাপালং সহ এই উপজেলায় পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা, খালের পাড় ভাঙ্গন, হাতির আক্রমণ, পাহাড় কাটা, বৃক্ষ নিধন এর মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। যেহেতু পাহাড়াঞ্চল এবং বঙ্গোপসাগরের কুলবর্তী অঞ্চল হওয়ার কারণে খুব সহজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। সেই সাথে সামুদ্রিক জলোচ্ছাস এ অঞ্চলের মানুষদের বিপদাপন্ন করে তোলে।

অতীতের রেকর্ড থেকে যায় যে, ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে জালিয়াপালং ইউনিয়নে ১২ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছাস হয়েছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। ১৯৯১, ১৯৯৪, ১৯৯৭ সালে জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড়ে প্রবল বাতাসে গাছপালা, পাহাড়ী বন সম্পদ বা বনবৃক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় যা পুরন করার মত নয়। সাধারণত বর্ষা মৌসমে সামুদ্রিক জোয়ার ৩-২০ ফটু উচ্চতায় প্লাবিত হয়ে থাকে এবং ৬ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন পাহাড় বেষ্টিত হওয়ায় দ্রুত পানি নেমে যায়। তবে সাগর থেকে বেশ দুরে হওয়ায় রত্নাপালং ইউনিয়ন সামুদ্রিক জলোচ্ছাস থেকে কিছুটা রক্ষা পায়।

উখিয়া উপজেলার ঘূর্ণিঝড় সাধারনতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আসে এবং জলোচ্ছাস পশ্চিম দিক থেকে ধেয়ে আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এলাকার নানাবিধ সমস্যা ও অসুবিধার সম্মূখীন হতে হয় অধিবাসীদের। যেমন বসতবাড়ী ধবংস হয়ে যাওয়া, পানীয় জলের দুস্প্রাপ্যতা, যাতায়াতের সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস হবার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মারাত্মক হানি হয়ে থাকে।

রত্নাপালং ইউনিয়নের প্রধান আপদসমূহ ঃ

১. অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা
২. ভূমিধস
৩. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস
৪. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা
৫. স্বাভাবিক বন্যা

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমান
ঘূর্ণিঝড় - মোরা	২০১৭	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ৪০ বর্গ কি.মি. • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ২০০০ টি প্রায় • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৫০০ জন ও আংশিক ১০,০০০ জন প্রায় • মৃত্যুর সংখ্যা - ৬ জন (মোট)
বন্যা	২০১০	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ৬৪.৫ বর্গ কি.মি. • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১৮৩৯ টি আংশিক ৪৯৭৩ টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১৯৫ জন ও আংশিক ১৯,৮৬৫ জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৯জন • ১০,৮৯২ একর জমির ২০% ফসল ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ২ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস খামার/হ্যাচারি খাতে ২২৯৭ একর জমিসহ প্রায় ১০ কোটি টাকা • ২৮১টি নলকুপ, জলাশয় রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ক্ষতি হয় প্রায় ২০ কোটি টাকা।
ঘুর্ণিঝড় আইলা	২০০৯	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ৮৭টি আংশিক ৩৯৭৩টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৬১০জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ১জন • ৫০০০ একর জমির ১৫% ফসল ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস/হ্যাচারি খাতে ১০০০ একর জমিসহ প্রায় ২ কোটি টাকা

ঘুর্ণিঝড় ১৯৯৭	ঘুর্ণিঝড় ১৯৯৭	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি, • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১৯,৯০০ টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৯৬,৪৮৮ জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৩জন (আহত-৩০০) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা-৪৭২ এ খাতে ক্ষতির পরিমান ২৫ লক্ষ টাকা • টেলিযোগাযোগ খাতে ১০ লক্ষ টাকা • ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মূল্য ২০ লক্ষ টাকা • ১৫০ টি মসজিদ ও মন্দির ক্ষতিহয় যার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা • ২৫০০ একর জমির ফসল ক্ষতিহয়, ৩০০ একর পানবরজ ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস খামার/হ্যাচারি খাতে ২৪০০ একর জমিসহ প্রায় ৭ কোটি টাকা • নলকুপ, বনভুমি, রাস্তাঘাটসহ গাছপালা ক্ষতি হয়, পানবরজ, সুপারীবাগান, ঘরবাড়ী সহ ব্যাপক ক্ষতি হয়। যার মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।
ঘুর্ণিঝড়	১৯৯৪	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ২২,০০০ টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ১৯,৮৬৫ জন • মৃত্যুর সংখ্যা - ৪০ জন (বিদেশী-৭) • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা-৪০০ এ খাতে ক্ষতির পরিমান ৩৫ লক্ষ টাকা • টেলিযোগাযোগ খাতে ১০ লক্ষ টাকা • ৪৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার মূল্য ১,৪৭,৩০,০০০টাকা • ১৬৫ টি মসজিদ ও মন্দির ক্ষতিহয় যার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা • ৩৭৮০ একর জমির ফসল ক্ষতিহয়, ৪০০ একর পানবরজ ক্ষতি হয় যার মুল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা। • চিংড়ি/মৎস খামার/হ্যাচারি খাতে ২৫০০ একর জমিসহ প্রায় ৮ কোটি টাকা • নলকুপ, বনভুমি, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ক্ষতি হয় প্রায় ১৫ কোটি টাকা। ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতি পরিমান ৮০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা
ঘুর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক	১৯৯১	• ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ৫ টি • ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ১২,৫৫০ টি • ক্ষতিগ্রস্থ লোক ৬৭,২৫০ জন • মৃত্যুর সংখ্যা-১৩ জন আহত -৯৭২০ জন • গবাদি পশু মৃত্যু সংখ্যা- ৯৮২০ • ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি -৩৬৫০ একর • টলিযোগাযোগ খাতে ক্ষতিগ্রস্ত ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা • ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠন ৮৪ টি • ১৫০০ একর পানবরজ ক্ষতি হয় • বনজসম্পদ/গাছপালার সংখ্যা ২,২০,০০০ টি • ক্ষতিগ্রস্ত চিংড়ি জমির পারিমান ২৭৫ একর • ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা -১৪৪ কিমি. • বিদ্যুত খাতে ৩৩ লক্ষ টাকা • নলকুপ, বনভুমি, রাস্তাঘাটসহ অন্যান্য খাতে ব্যাপক ক্ষতি হয় • ডিআরআরও তথ্য মতে ১৯৯১ সালের ঘূণির্ঝড়ে ক্ষতি পরিমান ১০৯ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা

তথ্য সূত্র ঃ উখিয়া উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৯

ছক - ২.৩.১ ঃ পালংখালী ইউনিয়নের আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

আপদ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কর্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা /পাহাড়ি ঢল			←	—	—	→						
বালি ও আবর্জনা জমে খাল ভরাট ও নব্যতা নষ্ট হওয়া	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→
সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়	←	→				←	—	→				↔
জলোচ্ছ্বাস (Tidal Surge)	←	→				←	—	→				↔
ভূমি বা পাহাড় ধ্বস:			↔	↔								
খরা	←	→										↔
রহিঙ্গা রিফিউজি অনুপ্রবেশ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→

তথ্য সূত্র ঃ পালংখালী ইউনিয়ন সিআরএ, ২০১৯

মৌসুমী দিনপঞ্জী বিশ্লেষণ:

ঘুর্নিঝড়: উখিয়া উপজেলায় ঘুর্নিঝড় একটি অন্যতম আপদ। সাধারণত: বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য মাস এবং আশ্বিন , কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ঘূর্নিঝড় বেশী আঘাত হানে। ঘুর্নিঝড়ে এখানকার কাচাঁ ঘরবাড়ি, পানের বরজ, কৃষি ফসল, গাছপালার ব্যাপক ক্ষতিসহ সৃষ্ট সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কারণে গ্রামীণ সড়ক, কাচাঁ ঘরবাড়ি এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয় । তাছাড়া প্লাবিত জমিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যায়। জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে অগ্রহায়ণ মাসের অর্ধেক সময় অবদি এই দুর্যোগ বেশি সংঘটিত হয়।

অতিবৃষ্টি: এই উপজেলার অধবাসিদের মতে অতিবৃষ্টি এতদঅঞ্চলের জন্য একটি মাঝারি প্রকৃতির আপদ। অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা তৈরী হয় এবং নিন্মাঞ্চলের ফসল ও কাচাঁ ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বছরের আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এর প্রভাব বেশী।

পাহাড়ি ঢল/বন্যা: ভৌগলিক অবস্থান ও ভূপ্রাকৃতিক কারণে এই জনপদে অনেক ছোট বড় খাল, ছরা রয়েছে। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির সময়ে এই সমস্ত খাল ও ছরা বেয়ে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল বৃষ্টির পানিতে অনেক এলাকা তলিয়ে যায়। তাই এটি উখিয়া উপজেলার জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টিকারী আপদ। এই আপদের কারণে ফসল, বীজতলা, পুকুর ও ঘেরের মাছ ভেসে যায় এবং অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙ্গে যায়।

খরা/সেচ সমস্যা: বছরের বৈশাখ, চৈত্র ও ফাল্গুন মাসে খরার প্রভাব দেখা যায়। এ সময় সেচের ক্ষেত্রেও সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এতে ফসল উৎপাদন ব্যহত হয় এবং পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়।

কালবৈশাখী: কালবৈশাখীর কারণে পানের বরজ, ধান ও অন্যান্য ফসলের ক্ষতি হয়। তাছাড়া ব্যাপক পরিমাণ গাছ উপড়ে পড়ে এবং কাচাঁঘরবাড়ী ভেঙ্গে যায়। কালবৈশাখী প্রধানত: বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে আঘাত করে থাকে।

জলাবদ্ধতা: উখিয়া এলাকায় জলাবদ্ধতা অতিসম্প্রতি ব্যাপক আকার ধারন করেছে। পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হওয়া, খাল-ছরা ভরাট হয়ে যাওয়া সহ নানা কারণে আষাঢ়, শ্রাবন ও ভাদ্র এই তিন মাসে জলাবদ্ধত সৃষ্টি হয়।

২.৪. জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

অংশগ্রহনমূলক আলোচনা ভিত্তিতে ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের জীবিকার উৎস সমূহ কোন কোন মৌসুমের সাথে সম্পৃক্ত তা লেখচিত্রের মাধ্যমে বর্ননা করা হয়েছে। নিম্নে তার বর্ননা এবং লেখচিত্র দেওয়া হয়েছে।

ছক -২.৪.১ ঃ ইউনিয়নের জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জির ছক

জীবিকার প্রধান উৎস্য সমূহ	মৌসুম											
	বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
	প্রি	মে	জুন	জুলা	আগ	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্র	মার্চ	এ
আমন ধান চাষ			■	■	■				■	■		
দিনমজুরী	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
মাছচাষ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
বোরো ধান চাষ	■	■							■	■		
সব্জি চাষ							■	■	■	■	■	
পানের বরজ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

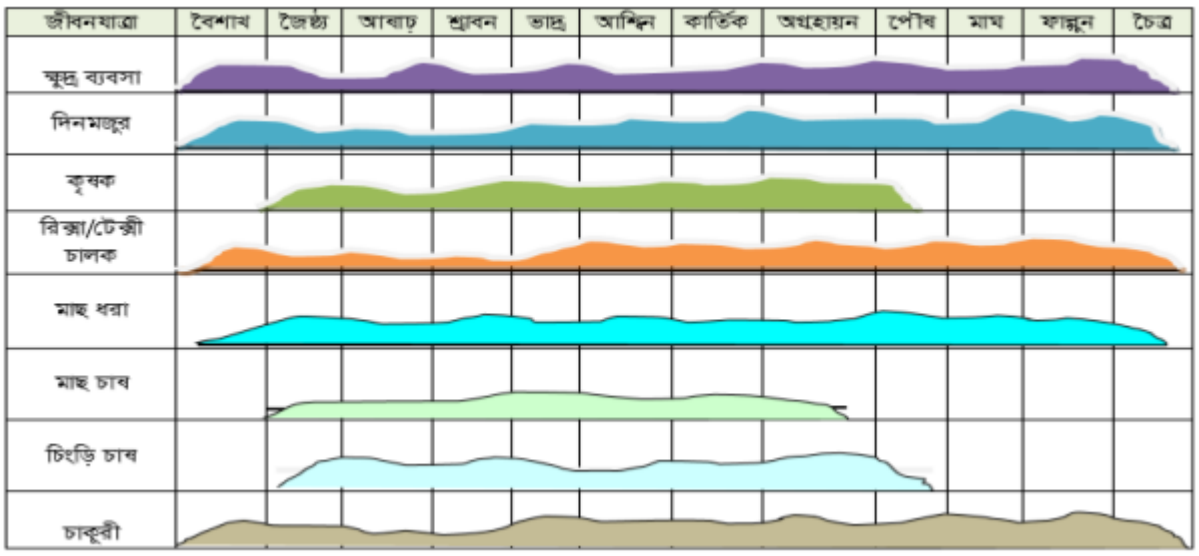

এই ইউনিয়নের অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা র্নিবাহ করে। তাই ধান চাষ করা এ এলাকার মানুষের প্রধান পেশা। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের মধ্যেই চাষ ও রোপন কার্য শেষ হয় এবং পৌষ-মাঘ-ফাল্গুনের মধ্যেই তা কেটে ফেলা হয়। এই এলাকার মানুষ বিশেষ করে যারা গরীব তারা দিনমুজুরী কাজের সাথে জড়িত। তারা দিনে আনে দিনে খায়। তারা বার মাসই এই কাজের সাথে জড়িত বিশেষ করে অন্যের জমিতে জোন দেওয়া এবং দিন চুক্তি কোন কাজের সাথে যুক্ত থাকে। বছরের বার মাসই এখানে মাছ চাষ হয়ে থাকে। মাছ চাষের মধ্যে বিশেষ করে চিংড়ি চাষ এবং সাদা মাছের যেমন রুই, কাতলা, মৃগেল, কাপ জাতীয় মাছ ইত্যাদির সাথে এলাকার লোক যুক্ত থাকে। তবে বর্তমানে রোহিঙ্গা আগমনের কারণে অনেকেই বিভিন্ন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

কৃষি প্রধান দেশ আমাদের এই দেশ। এই ইউনিয়ন ও তার ব্যতিক্রম নয়। বছরের বার মাসই কৃষক কোন না কোন ফসল ফলানোর কাজের সাথে যুক্ত থাকে। পৌষ-মাঘ মাসে বোরো ধান রোপন করা এবং তা বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি থেকে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত ধান কাটার কাজে যুক্ত থাকে। কার্তিক থেকে ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত

রবিশস্য চাষ ও বিক্রি করে জীবিকা র্নিবাহ করে। এছাড়াও পান চাষ এই এলাকার অন্যতম একটি আয়ের উৎস। যা প্রায় সারা বছরই চলমান থাকে।

ছক -২.৪.২ ঃ জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

ক্র/নং	জীবিকাসমূহ	পাহাড়ী ঢল ও বন্যা	ঘূর্নিঝড়/ জলোচ্ছাস	পাহাড়কাটা /বৃক্ষ নিধন	খালের দু'পাড় ভাঙ্গন	ম্যালেরিয়া	অতিবৃষ্টি	বন্যহাতির আক্রমণ	কাল বৈশাখী	পানির অভাব
০১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	■	■		■	■	■		■	
০২	দিনমজুর	■	■		■	■	■	■	■	■
০৩	কৃষক	■	■	■	■	■	■	■	■	■
০৪	রিক্সা/টেক্স ী চালক	■	■		■	■	■		■	■
০৫	মাছ ধরা	■	■		■		■		■	■
০৬	মাছ চাষ	■	■	■	■		■			■
০৭	চিংড়ি চাষ	■	■	■	■		■			■
০৮	চাকুরী		■			■	■			

২.৫. খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি ঃ

ইউনিয়নের বিপদাপন্ন খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ													
	ঘরবাড়ী	রাস্তাঘাট	গাছপালা	ফসল	পরিবেশ	হাঁস মুরগী	গরু ছাগল	খাবার পানি	হাট বাজার	নদ-নদী	মৎস	স্বাস্থ	শিক্ষা	আশ্রয়কেন্দ্র
পাহাড়ী ঢল ও বন্যা														
ঘুর্ণিঝড় / জলোচ্ছাস														
জোয়ারের পানি														
খালের দু'পাড় ভাঙ্গন														
অতিবৃষ্টি														
কালবৈশাখী														
পানির অভাব														
বন্যহাতির আক্রমণ														

২.৬. ঝুঁকি বিশ্লেষণ ঃ

আপদের ঝুঁকি, প্রবনতা এবং ভয়াবহতা বিবেচনায় এই ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড় ও ঝড় কে প্রধান আপদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে অতিবৃষ্টিজনিত হঠাৎ বন্যা ও

জলাবদ্ধতা; এবং তৃতীয় পর্যায়ের আপদ হিসেবে আছে স্বাভাবিক বন্যা এবং ভূমিধস। উল্লেখিত আপদজনিত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক - ২.৬.১ ঃ রত্নাপালং ইউনিয়নের ঝুঁকি বিন্যাস

প্রভাব	৫. খুব বেশি			হঠাৎ বন্যা (স্থানীয়)	ঘূর্ণিঝড়, ঝড় (ব্যাপক)	
	৪. বেশি			ভূমিধস (স্থানীয়)	অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা	
	৩. সহনীয়				স্বাভাবিক বন্যা (ব্যাপক)	
	২. সামান্য					
	১. যৎ সামান্য					
		১. খুব কম সম্ভাবনা	২. ঘটতে/হতে পারে	৩. মাঝে মাঝে ঘটতে পারে	৪. প্রায়ই ঘটবে	৫. প্রতি বছর ঘটবে
		সম্ভাবনা				

সম্ভাবনা: ১ = খুব কম সম্ভাবনা (ঘটনা ঘটার আনুমানিক ০-২০% সম্ভাবনা), ২ = ঘটতে /হতে পারে (২১-৪০%), ৩ = মাঝে মাঝে ঘটতে পারে (৪১-৬০%), ৪ = প্রায় ঘটবে (৬১-৮০%), ৫ = প্রতি বছর ঘটবে (৮১-১০০%)	প্রভাব: ১ = যৎ সামান্য (০-৫% পরিবার আক্রান্ত), ২ = সামান্য (০-১০% পরিবার আক্রান্ত), ৩ = সহনীয় (১০-২০% পরিবার আক্রান্ত), ৪ = বেশি (২০-৩০% পরিবার আক্রান্ত), ৫ = খুব বেশি (৩০% এর পরিবার আক্রান্ত),

তথ্য সূত্র: রত্নাপালং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৯

অধ্যায় - ৩ ঃ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা

৩.১. ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

রত্নাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান ঝুঁকির কারনসমূহ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো। এসকল তথ্য রত্নাপালং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৯ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আলোচনা পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত।

৩.১.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি - সংকেত না পাওয়া - আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা না থাকা - সর্তক বাণীর অর্থ না বুঝা - স্যানিটেশন সুবিধা না থাকার ফলে মহিলারা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে চায় না	- সচেতনতার অভাব - সর্তক বাণীর প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া - শক্ত ও মজবুত করে ঘর তৈরী না করা	- সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নাই - প্যারাবন না থাকা - বেড়িবাঁধ না থাকা - পাহাড় কাটা - পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা

৩.১.২. জলাবদ্ধতা

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গড় বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় - আবাদী জমির অবস্থান নিচু এলাকায় হওয়া - নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ করা	- অপরিকল্পিত বাধ ও রাস্তা নির্মাণ - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা	- খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সংকুচিত হয়ে যাওয়া

৩.১.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকির কারন সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন - খাল ও ছড়া সমুহের দু'পাশ দখল হয়ে যাওয়া - জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে অতিবৃষ্টি	- বনজ সম্পদের আনুপাতিক মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া - প্রবাহমান খাল ও ছড়া সমূহের দুই পাড়ে পর্যাপ্ত গাছ না থাকা - পানি নিষ্কাশনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকা	- খাল ও ছড়ার সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ না করা এবং দখল মুক্ত না করা - পানি প্রবাহের স্বাভাবিক রাখার জন্য খাল খনন ও ছড়া সংস্কার না করা

৩.২. ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ চিহ্নিতকরণ ঃ

রত্নাপালং ইউনিয়নের প্রধান প্রধান ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ নিম্নে ছকে উল্লেখ করা হলো । এসকল তথ্য রত্নাপালং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১৯ ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আলোচনা পর্যালোচনা করে প্রাপ্ত।

৩.২.১. ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- সচেতনতা সৃষ্টি করা - যথাসময়ে পুর্বাভাসের ব্যবস্থা করা -বীজ সংরক্ষণের কৌশল জানানো - বন নিধন বন্ধ করা - প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেড়িবাঁধ নির্মান করা	- সংকেত প্রচার করা -প্যারাবন সৃষ্টি করা - সতর্কবার্তা সময় নিয়ে ব্যাখ্যা সহ প্রচার করা - নিয়মত রেডিও শোনার অভ্যাস করা - পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি করা	- কমিউনিটি রেডিও চালু করা এবং দুর্যোগের সংকেত স্থানীয় ভাষায় প্রচার করা - দুর্যোগের সংকেত সম্পর্কে এবং ঝুঁকি হ্রাসের সম্পর্কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তি করা - প্যারাবন সৃষ্টি করা - পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা - উঁচু করে বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা - বৃক্ষ রোপন করা

৩.২.২. জলাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- নিচু এলাকায় বসতবাড়ি নির্মাণ না করা - পাইপ দিয়ে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	- পানি নিষ্কাশনের স্লুইচ গেট নির্মান করা -খাল পুন: খনন করা -গ্রামীন রাস্তা তৈরির সময় পানি সরানোর ব্যবস্থা রাখা।	- খাল ও ছড়া দিয়ে পানি প্রবাহের পথ সুগম করা - পরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট তৈরি করা - বেড়ি বাধের সাথে স্লুইচ গেট নির্মাণ করা।

৩.২.৩. হঠাৎ বন্যা/আকস্মিক বন্যা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- পাহাড় ও বন সংরক্ষণের কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া - পানি প্রবাহের জায়গা সংকুচিত না করা।	- খাল ও ছড়া সমূহ খনন করা - বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে উজান থেকে নেমে আসা পানি খাল/ছড়া দিয়ে নেমে যাওয়ার ব্যবস্থা করা।	- প্রতি বছর পানি প্রবাহের ধারা স্বাভাবিক রাখার খাল খনন ও ছড়া সংস্কার করা - খাল খনন ও ছড়ার দু পাশে বনায়ন করা - বন্যা সহনশীল জাতের ধান চাষ করা।

৩.২.৪. পাহাড়ধস

ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ		
প্রাথমিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
- স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা - প্রয়োজনে প্রশাসনকে জানানো।	- আইনের প্রয়োগ করা - প্রশাসনের সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পাহাড়ে ফলজ বৃক্ষ রোপন করা।	- পাহাড় কাটা আইনের ব্যবস্থা প্রহণ করা। - পাহাড়ের পাদদেশে ও নিকটবর্তী বাড়িঘর অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া

রত্নাপালং ইউনিয়নের আপদ, বিপদাপন্নতা, সম্পদ, সার্বিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ পূর্বক ইউনিয়নের ঝুঁকি হ্রাস করতে নিম্নোক্ত কর্ম-পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.১. ইউনিয়ন ভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা (কাঠামোগত)

কাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সাজানো (কিছু ক্ষেত্রে মন্তব্য কলামে জরুরী চিহ্নিত করা আছে)

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ১ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	কোর্টবাজার এর রাস্তার পাশের ড্রেন নির্মান ৪০০ ফিট	ড্রেন নির্মান	কোর্টবাজার	দ্রুত পানি নিষ্কাশন	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	জরুরী
০২.	কোর্টবাজার মসজিদ রোড হয়ে রেজুখাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মান ৭০০ ফিট	ড্রেন নির্মান	কোর্টবাজার	দ্রুত পানি নিষ্কাশন ও জলাবদ্ধতা দুরকরণ	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৮,০০,০০০	জরুরী
০৩.	ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তায় বৃক্ষ রোপন (ফলজ ও বনজ)	বৃক্ষ রোপন	পুরো ইউনিয়ন	পরিবেশ রক্ষা ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	জরুরী
০৪.	কোর্টবাজারের উত্তর পাশে বড়ুয়া পাড়ার রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধিসহ এইচ বিবি করন	রাস্তা পুনঃনির্মাণ	কোর্টবাজার	যাতায়াত	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	
০৫.	স্বাস্থ্যসম্মত স্যানেটারী	টয়লেট নির্মাণ	উত্তর গয়ালমারা	সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	৪০টি

	টয়লেট নির্মাণ					অনুসরণ করে			

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ২ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	গাইডওয়াল নির্মান	গাইডওয়াল	থিমছড়ি কবরস্থানের পাশে	কবরস্থান ও পার্শ্ববর্তী রাস্তা রক্ষা করার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০,০০০	অবশ্যই করতে হবে
০২.	রাস্তা মেরামত করতে হবে (মাঝের পাড়া রাস্তা হতে হলদিয়া সিমানা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ-১ কি:মি:)	রাস্তা এইচবিবি করন	থিমছড়ি	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১৫,০০,০০০	
০৩.	মহেন্দ্র সড়ক হতে বাজার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	রাস্তা এইচবিবি করন	বাজার পাড়া	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১৫,০০,০০০	
০৪.	সী-বীচ সড়ক হতে আমছার বাপের পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষন-১ কি:মি:	রাস্তা এইচবিবি করন	মাতবর পাড়া/ আবছার বাপের পাড়া	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৫.	রাস্তা পূণ: নির্মাণ মাতবর পাড়া- ১ কি:মি:	রাস্তা এইচবিবি করন	হারুন মার্কেট হতে ভালুকিয়া মসজিদ	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৬.	সী-বীচ সড়ক হতে এনামুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত-৭০০ ফুট	রাস্তা এইচবিবি করন	মাতবর পাড়া	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	অবশ্যই করতে হবে
০৭.	তেলীপাড়া হতে ঘাটি পাড়া হয়ে আবছার বাপের পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পূন:সংস্কার	রাস্তা এইচবিবি করন	তেলীপাড়া, ঘাটিপাড়া, আবছার বাপের পাড়া	জনগনের চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৩ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	মতিউর রহমানের ঘর হতে লক্ষীকান্ত বাবুর নালা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	মাটির রাস্তা, কালভার্ট-৩টি	পূর্বকুল ও খেওয়াছড়ি সংযোগ	যাতায়াতের সুবিধা হবে	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১২,০০,০০০	
০২.	বিজিবি সড়ক সংলগ্ন খলুর বাপের পাড়ার বড় পুকুরের গাইডওয়াল (১০০ ফুট)	গাইডওয়াল নির্মাণ	খলুর বাপের পাড়া	সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	
০৩.	থিমছড়ি খালের বিভিন্ন জায়গায় গাইডওয়াল নির্মাণ-১০টি	গাইডওয়াল নির্মাণ	পূর্বকুল, থিমছড়ি, তুলাতলী	যাতায়াতের সুবিধার জন্য ও রাস্তার পাড় রক্ষা	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	
০৪.	থিমছড়ি হতে তুলাতলী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ও গাইডওয়াল (৮০ফুট)	রাস্তা এইচবিবি করন ও গাইডওয়াল	থিমছড়ি	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০,০০০	
০৫.	বিজিবি সড়ক হতে মোহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা (৫০০ফুট) ও কালভার্ট নির্মাণ	মাটির রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ	বিজিবি সড়ক	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৬.	তুলাতলী হতে পূর্বকুল পর্যন্ত ব্রীজ নির্মাণ (১৫০ ফুট)	ব্রীজ নির্মাণ	তুলাতলী	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,৫০,০০,০০০	

০৭.	থিমছড়ি খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ (১২০ ফুট)	ব্রীজ নির্মাণ	থিমছড়ি	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০,০০০	
০৮.	গভীর নলকূপ স্থাপন- ২৩ টি	গভীর নলকূপ	থিমছড়ি	বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	জরুরী
০৯.	তুলাতলী পূর্ব কুলে কালভার্ট নির্মাণ- ১০ টি	কালভার্ট নির্মাণ	তুলাতলী পূর্ব কুল	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২৫,০০,০০০	
১০.	স্বাস্থ্য সেবার জন্য ক্লিনিক নির্মাণ	ক্লিনিক নির্মাণ	থিমছড়ি	স্বাস্থ্য সেবার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	জরুরী
১১.	ঝুঁকিপূর্ণ ঘরবাড়ি পুন: নির্মাণ/ পুন:বাসন	ঘরবাড়ি পুন: নির্মাণ/ পুন:বাসন	পূর্ব কুল, থিমছড়ি	নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	জরুরী

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৪ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	স্থানীয় ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি স্থানান্তর ও পুন: নির্মান ১০০ (২৫*৪) * ৫০,০০০	ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি স্থানান্তর ও পুন: নির্মান	পুরো ওয়ার্ড	ঝুঁকিমুক্ত ও টেকসই বাড়ি নির্মান	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০০,০০০	জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে
০২.	গভীর নলকূপ স্থাপন হাবু ফকির পাড়া ৪ টি, আমতলী ৮ টি, ফৌজিয়া বাপের বাড়ি ১০ টি	গভীর নলকূপ স্থাপন	পুরো ওয়ার্ড	বশুদ্ধ পানি সরবরাহ	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২,৭০০,০০০	জরুরী
০৩.	তুলাতলী স্টেশন হতে চাকবৈঠা নতুন পাড়ার	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	তুলাতলী/ ফৈইজার পাড়া	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০০	

	পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ								
০৪.	সুগত মেইল ঘর হতে রাজাকান্ত সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	ফৈইজার বাপের পাড়া	সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৭,০০,০০০	
০৫.	নুরু বাড়ি হতে হেডম্যান রশিদের ভিটা পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	ফৈইজার পাড়া	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৬.	চামালের বাড়ি হতে জাফরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	ফৈইজার পাড়া	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০০	
০৭.	আমতলী কালু ফকিরের বাড়ি খেকে আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	আমতলী	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৬,০০,০০০	
০৮.	আমতলী আজিজিয়া মাদ্রাসা হতে হারু ফকিরের পাড়া পর্যন্ত	রাস্তা সলিং ও কালভার্ট	আমতলী	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-মে, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৭,০০,০০০	

	রাস্তা সলিং ও মাঝখানে ১টি কালভার্ট নির্মাণ								

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৫ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	খাল খনন (শাহজাহানের বাড়ি হতে সোলতান কলিবার বাড়ি পর্যন্ত)	খাল খনন	পশ্চিম চাকবৈঠা ও নতুন পাড়া	পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হবে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	জরুরী
০২.	খাল পাড় রক্ষা (ফিরোজ মেম্বারের পুরাতন বাড়ি হতে করইবনিয়া পর্যন্ত)	খাল পাড় রক্ষা	(হিজলিয়া খাল, চাকবৈঠা)	ফসলি জমি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হবে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	জরুরী
০৩.	গাইডওয়াল তৈরি করতে হবে (সৈয়দ আলম মাস্টারের বাড়ি হতে পুলের ঝিড়ি পর্যন্ত)	গাইডওয়াল	করইবনিয়া	ফসলি জমি রক্ষা পাবে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৪.	কালাচাদ রোড হতে করইবনিয়া রোড পর্যন্ত কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্ট নির্মাণ	করইবনিয়া	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০০	
০৫.	গভীর নলকূপ স্থাপন- ১০টি	গভীর নলকূপ স্থাপন	আমবাগান	বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৪,৫০,০০০	জরুরী
০৬.	সৈয়দ নুরের বাড়ি হতে আবু সিদ্দিকের বাড়ি হত দরিদ্রদের পূন:বাসন ব্যবস্থা করা- ২০টি	পূন:বাসন	কালিবা	জনগনের সুবিধার্থে	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	জরুরী

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন
ওয়ার্ড ঃ ৬ নং

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	দঃ গয়ালমারা মৌলভী সিরাজের বাড়ির দক্ষিণ পাশে হিজলিয়া খালের ভাঙ্গার গাইড ওয়াল ও পানি নিষ্কাশনের জন্য পাঁকা ড্রেইন নির্মাণ প্রকল্প	গাইড ওয়াল, ড্রেইন নির্মাণ	গয়ালমারা	কৃষি জমি রক্ষা	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,৫০,০০০	জরুরী
০২.	উত্তর গয়ালমারা জাম্বুনিয়া এলাকার চাষী জমির জন্য গাইড ওয়াল ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মাণ	গাইড ওয়াল, ড্রেইন নির্মাণ	উত্তর গয়ালমারা	কৃষি জমি রক্ষা	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,২০,০০০	
০৩.	পশ্চিম গয়ালমারা মৌ: আব্দুল হাকিমের বাড়ি সংলগ্ন পুকুর পাড় রাস্তায় ১৫০ ফুট গাইডওয়াল নির্মাণ প্রকল্প	গাইডওয়াল নির্মাণ	পশ্চিম গয়ালমারা	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০	
০৪.	পশ্চিম গয়ালমারা তেচ্ছী ব্রীজ রাস্তা খালের ভাঙ্গন রক্ষার জন্য ১৩০ ফুট গাইডওয়াল নির্মাণ প্রকল্প	গাইডওয়াল নির্মাণ	পশ্চিম গয়ালমারা	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,৫০,০০০	

০৫.	পশ্চিম গয়ালমারা জামে মসজিদের উত্তর পাশে কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প	কালভার্ট নির্মাণ	পশ্চিম গয়ালমারা	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,৮০,০০০	
০৬.	জাফর পল্লান পাড়া আলমের দোকান হতে বায়তুস শরফ মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং বসানো প্রকল্প	রাস্তা সলিং	জাফর পল্লান পাড়া	দুই গ্রামের লোক চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৭,০০,০০০	
০৭	দক্ষিণ পূর্ব গয়ালমারা মোরার পাড়া রাস্তা ফ্লাট সলিং ১৫০০ ফুট	রাস্তা সলিং	দক্ষিণ পূর্ব গয়ালমারা	দুই গ্রামের লোক চলাচলের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১২,০০,০০০	জরুরী

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৭ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	রুহুল্লার ডেবা হুমায়ন জাহাঙ্গীর চৌং সড়কে কাশেমের বাড়ি হতে শকু মিস্ত্রীর বাড়ি পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ ও সংযোগ সড়ক ফ্লাট সলিং নির্মাণ	গাইডওয়াল নির্মাণ ও সংযোগ সড়ক ফ্লাট	গয়ালমারা	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	(গয়াডওয়াল) ৭,০০,০০০, (ফ্লাট সলিং) ২,০০,০০০	
০২.	রুহুল্লার ডেবা ইউসুফ আলী সড়কে নুরুল আলমের বাড়ি হতে তেলীপাড়া	রাস্তা ফ্লাট সলিং	রুহুল্লার ডেবা	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০০	

	রাস্তা ফ্লাট সলিং								
০৩.	তেলীপাড়া শমসের আলম চৌং সড়কে বেদার চৌং বাড়ি হতে জামবনিয়া ছড়া পর্যন্ত ফ্লাট সলিং	রাস্তা ফ্লাট সলিং	তেলীপাড়া	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০০	
০৪.	তেলীপাড়া আমেরিকা কবিরের বাড়ির পাশে গাইডওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়াল নির্মাণ	তেলীপাড়া	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৭,০০,০০০	
০৫.	তেলীপাড়া মীর জামালের বাড়ি হতে মীর আকাশের বাড়ি পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়াল নির্মাণ	তেলীপাড়া	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	
০৬.	জামবনিয়া ছড়া সংস্কার ও খনন	ছড়া সংস্কার ও খনন	জামবনিয়া	জনগনের সুবিধার্থে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০০	জরুরী
০৭.	জামবনিয়ার ছরা ও জাহাঙ্গীর চৌধুরী সড়কে ব্রীজ নির্মাণ- ২টি	ব্রীজ নির্মাণ	জামবনিয়ার ছরা, জাহাঙ্গীর চৌধুরী সড়ক	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০ + ২০,০০,০০০	
০৮.	তেলীপাড়া ছরা ব্রীজ নির্মাণ	ব্রীজ নির্মাণ	তেলীপাড়া	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	
০৯.	শমসের চৌধুরী সড়ক ব্রীজ নির্মাণ	ব্রীজ নির্মাণ	শমসের চৌধুরী সড়ক	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	
১০.	বান্দারী শাহজাহানের দোকান হতে জামবনিয়ার ছরা পর্যন্ত ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্ট নির্মাণ	জামবনিয়ার ছরা	চলাচলের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১৫,০০,০০০	
১১.	জসিমের দোকান হতে জামবনিয়ার	ড্রেন নির্মাণ	জামবনিয়ার ছরা	পানি নিষ্কাশনের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৮,০০,০০০	

	ছরা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ								
১২.	দ: রত্না বায়তুস শরফ মসজিদ হতে গফুরের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	ড্রেন নির্মাণ	দ: রত্না বায়তুস শরফ মসজিদ	পানি নিষ্কাশনের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৪,০০,০০০	
১৩.	তেলীপাড়া সৈয়দের বাড়ি হতে মনিরের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	ড্রেন নির্মাণ	তেলীপাড়া	পানি নিষ্কাশনের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৪,০০,০০০	
১৪.	রশিদের বাড়ি হতে সাবেরের বাড়ি পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ	গাইডওয়াল নির্মাণ	তেলীপাড়া	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫,০০,০০০	
১৫.	তেলীপাড়া রুহুল্লারডেবা সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	তেলীপাড়া রুহুল্লারডেবা	দূর্যোগের সময় আশ্রয়ের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০,০০০	জরুরী
১৬.	তেলীপাড়া সাহাব মিয়ার বাড়ি হতে জসিমের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার	ড্রেন নির্মাণ ও রাস্তা সংস্কার	তেলীপাড়া	চলাচল ও পানি নিষ্কাশনের জন্য,	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৮ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	১৫ টি কালভার্ট তৈরী করতে হবে ও ২ টি ব্রীজ তৈরী করতে হবে	কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ	৮ নং ওয়ার্ড	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২১,০০,০০০	
০২.	মধ্যরত্নার প: পাশে বুদ্ধ মন্দিরে ব্রীজ নির্মাণ	ব্রীজ নির্মাণ	মধ্যরত্না	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১০,০০,০০০	
০৩.	মধ্যরত্নার পূর্ব দিকে কবির	ব্রীজ নির্মাণ	মধ্যরত্না	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১১,০০,০০০	

	আহমদের বাড়ির পাশে ব্রীজ নির্মাণ					অনুসরণ করে			
০৪.	ভালুকিয়া রোড (কাচারি পুকুর) হতে তোচ্ছাখালী খাল পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ	ড্রেন নির্মাণ	ভালুকিয়া	পানি নিষ্কাশনের জন্য,	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২৫,০০,০০০	
০৫.	তেলীপাড়া রোড হতে কবির মিয়ার রোড পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	রাস্তা সংস্কার	তেলীপাড়া রোড	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১১,৫০,০০০	
০৬.	ভালুকিয়া রোড হতে ইউসুফ আলী রোড রাস্তা সংস্কার	রাস্তা সংস্কার	ভালুকিয়া রোড	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১১,০০,০০০	
০৭.	ইউসুফ আলী রোড হতে ভালুকিয়া পর্যন্ত কালভার্ট নির্মাণ	কালভার্ট নির্মাণ	ভালুকিয়া	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,৫০,০০০	

ইউনিয়ন ঃ রত্নাপালং ইউনিয়ন									
ওয়ার্ড ঃ ৯ নং									
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প/কাজের ধরন	গ্রাম/পাড়ার নাম	কেন করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে	কে সমন্বয় করবে	আনুমানিক বাজেট	মন্তব্য
০১.	স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণ ৪০ টি	পাকা টয়লেট নির্মাণ	৯ নং ওয়ার্ড	জনগনের সুবিধার্থে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	জরুরী
০২.	কোর্টবাজার ড্রেন নির্মাণ	ড্রেন নির্মাণ	কোর্টবাজার	পানি নিষ্কাশনের জন্য,	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০০	জরুরী
০৩.	কোর্টবাজার মসজিদ রোড হয়ে রেজুখাল	ড্রেন নির্মাণ	কোর্টবাজার	পানি নিষ্কাশনের জন্য,	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৩,০০,০০০	জরুরী

	পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ								
০৪.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	সাইক্লোন সেল্টার	সার্দৃকাটা এবং প: মধ্যরত্না	দূর্যোগের সময় আশ্রয় গ্রহণের জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২,০০,০০,০০০	জরুরী
০৫.	সার্দৃকাটা বেড়িবাঁধ নির্মাণ	বেড়িবাঁধ নির্মাণ	সার্দৃকাটা এবং প: রত্না	রাস্তা রক্ষার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	১,০০,০০,০০০	জরুরী
০৬.	গফর মাস্টারের বাড়ি হতে আরাকান রোড পর্যন্ত ড্রেন ও গাইডওয়াল নির্মাণ	ড্রেন ও গাইডওয়াল নির্মাণ	আরাকান রোড	যাতায়াতের সুবিধার জন্য	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	২০,০০,০০০	
০৭.	নতুন বাড়ি নির্মাণ/ পুন: বাসন- ২০টি	বাড়ি নির্মাণ/ পুন: বাসন	৯নং ওয়ার্ডে	জনমালের রক্ষার্থে	জানুয়ারী-ডিসেম্বর, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০,০০০	জরুরী
০৮.	পরিকল্পনার ভিত্তিতে বৃক্ষরোপণ করা	বৃক্ষরোপণ	সার্দৃকাটা পূর্ব রত্না	জনগনের সুবিধার্থে	জানুয়ারী-জুলাই, ২০২০	যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে	ইউপি/ উপজেলা পরিষদ	৫০,০০০	জরুরী

ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা (অকাঠামোগত)

১। খোলা জায়গায় বাজারে / হাটে প্রচারণার জন্য সচেতনতা বাড়াতে মহড়া, আলোচনা সভা (প্রজেক্টরের মাধ্যমে) আয়োজন করে স্থানীয় জনগনকে উদ্ভুদ্ধ করা যেতে পারে।

বাজেটঃ ১৫০,০০০/- টাকা

২। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ডকুমেন্টরী ভিডিও দেখানো ও লিফলেট বিতরণ।

বাজেটঃ ১৮০,০০০/- টাকা

৩। ইমামদের নিয়ে সমাবেশ করা বা প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পরবর্তীতে ইমামরা নিজ নিজ মসজিদে দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে।

বাজেটঃ ৮০,০০০/- টাকা

৪। মহিলাদের সম্পৃক্ত করে তাদের সাথে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

বাজেটঃ ২০০,০০০/- টাকা

৫। এছাড়াও সচেতনতা বাড়াতে র‍্যালি, রোড শো করা যেতে পারে।

বাজেটঃ ১০০,০০০/- টাকা

অধ্যায় - ৪ ঃ সিআরএ হালনাগাদকরনের সমস্যা ও সুপারিশসমূহ

৪.১. ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ হালনাগাদকরনের সময় প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ

সিআরএ একটি অংশগ্রহন মূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ কর্মসুচীগুলো নির্বাচন করা হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে সিআরএ হালনাগাদকরনের সময় গুরুত্বপূর্ন প্রতিবন্ধকতা সমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো -

- সিআরএ কার্যক্রমে তুলনামুলকভাবে নারীর অংশগ্রহণ কম ছিল
- সিআরএ সম্পাদন করার জন্য নির্ধারিত সময় কম ছিল
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমিউনিটির জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের প্রয়োজনগুলো অনুধাবন করতে না পারা
- ওয়ার্ড সদস্য ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের একই বিষয়ে একাধিকবার তথ্য প্রদান করায় পুন: রায় তথ্য প্রদানে কম উৎসাহিত বোধ করা।

৪.২. সিআরএ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের সম্ভাব্য ব্যবহার ঃ

- কমিউনিটিকে তাদের বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে সংবেদনশীল করা
- UDMC এটিকে একটি কর্মনির্দেশনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে
- আরআরএপি ইউনিয়ন বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা
- আরআরএপি উপজেলা বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা
- দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকি হ্রাসকরনে ওভার ল্যাপিং কমিয়ে আনা।

অধ্যায় - ৫ ঃ উপসংহার

৫.১. উপসংহারঃ

রত্নাপাালং ইউনিয়ন সিআরএ হালনাগাদকরণের পরিকল্পনা মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠিকে দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতিতে দক্ষ করে তোলা, স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানো, দুর্যোগ মোকাবেলায় দক্ষ করা, এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে উঠে দ্রুততম সময়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এই পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন এই এলাকার জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ও অন্যান্য ঝুঁকিহ্রাস করে জীবন মানের ইতিবাচক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রাখবে।

সংযুক্তিসমূহ ঃ

৬. সিআরএ হালনাগাদকরনের সময়সূচি

ডিসেম্বর ২০১৯। ডিসেম্বর ০২ তারিখ হতে ০৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং ১০ ডিসেম্বর হতে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত রিপোর্ট লিখা ও প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন শেষে সিআরএ টি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭. সিআরএ হালনাগাদকরণে সহায়তাকারী দল

ক্রমিক নং	নাম	সিআরএ তে দায়িত্ব	পদবী	মন্তব্য
১	এম খায়রুল বাসার	টিম লিডার	প্রকল্প কর্মকর্তা - প্রশিক্ষণ	
২	আব্দুল জলিল	সহায়ক	স্বেচ্ছাসেবক	
৩	অর্থি দে	সহায়ক	স্বেচ্ছাসেবক	
৪	জেসমিন আকতার	সহায়ক	স্বেচ্ছাসেবক	
৫	নুরুল আবছার	সহায়ক	স্বেচ্ছাসেবক	
৬	রাজু জুলিয়াস হালদার	সহায়ক	স্বেচ্ছাসেবক	

৮. অংশগ্রহনকারীদের তালিকা

সিআরএ এবং আরআরএপি হালনাগাদকরণে ওয়ার্ড পর্যায়ে মোট পাঁচ (০৩) টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) করা হয়েছে। উক্ত এফজিডিগুলোতে মোট অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো ৪৪ জন।

এফজিডি - ১ ঃ ১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড । মোট অংশগ্রহণকারী ১৪ জন
এফজিডি - ২ ঃ ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড । মোট অংশগ্রহণকারী ১২ জন
এফজিডি - ৩ ঃ ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ড । মোট অংশগ্রহণকারী ১৮ জন

৯.১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ১)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘরঃ রত্নাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।
মোবাইলঃ ০১৮১৯-৬৩২৩৫৩, ০১৭১৪-৩৭৫১৩৪

Govt. of the People's Republic of Bangladesh

2 No Ratnapalong Union Parishad

Post: Ratnapalong, Upazila: Ukhiya, Dist: Cox's Bazar.
Mobile: 01819-632353, 01714-375134

চেয়ারম্যানঃ মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী — Chairman: Md. Khairul Alam Chowdhury

সূত্র-

তারিখঃ ১১/০২/২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত তারিখ, ০৬ মাঘ ১৪২১ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারী ২০১৫ ক্রিস্টাব্দ প্রজ্ঞাপন অনুসারে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (Union Disaster Management Committee- UDMC) সদস্যগনের নামের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পদবী	বিভাগ	মোবাইল নং	মন্তব্য
১	মো: খাইরুল আলম চৌধুরী	সভাপতি	চেয়ারম্যান	01819632353	
২	আনজুমান ইয়াসমিন চৌধুরী	সদস্য	সদস্য (১,২,৩)	01830475045	
৩	পুতুল রাণী বড়ুয়া	সদস্য	,, (৪,৫,৬)	01731097884	
৪	জন্নাতুন নাহার বিউটি	সদস্য	,, (৭,৮,৯)	01819307761	
৫	মোকতার আহমদ	সদস্য	সদস্য (১)	01818736597	
৬	মো: মাহবুবুল আলম	সদস্য	(২)	01817271415	
৭	মো: কামাল উদ্দিন	সদস্য	(৩)	01814270317	
৮	আলতাফ মিয়া	সদস্য	(৪)	01811192665	
৯	ফিরোজ আহমদ	সদস্য	(৫)	01855747751	
১০	মির আহমদ চৌধুরী	সদস্য	(৬)	01819520437	
১১	মোহাম্মদ সেলিম	সদস্য	(৭)	01818196454	
১২	আব্দুল গফুর	সদস্য	(৮)	01813946393	
১৩	মো: সেলিম কায়ছার	সদস্য	(৯)	01819509585	
১৪	আ.ন.ম ইদ্রিস আজাদ	সদস্য	ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা	01840630893	
১৫	মোস্তাক আহমদ	সদস্য	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	01814484621	
১৬	সৈয়দ আলম	সদস্য	মাঠকর্মী,	01815954848	

১১/০২/১৯

৯.২. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ২)

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘরঃ রত্নাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।
মোবাইলঃ ০১৮১৯-৬৩২৩৫৩, ০১৭১৪-৩৭৫১৩৪

Govt. of the People's Republic of Bangladesh

2 No Ratnapalong Union Parishad

Post: Ratnapalong, Upazila: Ukhiya, Dist: Cox's Bazar.
Mobile: 01819-632353, 01714-375134

চেয়ারম্যানঃ মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী — Chairman: Md. Khairul Alam Chowdhury

সূত্র-

তারিখঃ ১১ ০২ ২০১৯

			বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড		
১৭	মমতাজ বেগম	সদস্য	স্বস্থ্য সহকারী	01815956646	
১৮	লিয়াকত আলী	সদস্য	শিক্ষক প্রতিনিধি	01816024706	
১৯	রনধীর বড়ুয়া	সদস্য	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	01816097416	
২০	সোনিয়া	সদস্য	মহিলা প্রতিনিধি	01837644414	
২১	আদর্শ কুমার বড়ুয়া	সদস্য	সিপিপি টিম লিডার	01740600946	
২২		সদস্য	প্রতিনিধি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি		
২৩	মো: সাইফুদ্দিন টুবলু	সদস্য	এনজিও শেড	01875709007	
২৪	সরওয়ার আলম	সদস্য	প্রতিবন্ধী সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	01820-191911	
২৫	খোরশেদ আলম	সদস্য	কৃষিজীবি	01857393431	
২৬	আমির হামজা	সদস্য	মৎস্যজীবি	01819364854	
২৭	আবুল ফজল	সদস্য	সমাজসেবক	01819364467	
২৮	পরিমল বড়ুয়া	সদস্য	উপজেলা কমান্ডার	01814-922838	
২৯	মো: রায়হানুল ইসলাম মিঞা	সদস্য	সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা	01716110247	
৩০		সদস্য	ভেটেরিনারী ফিল্ড এ্যাসিসটেন্ট		
৩১	মো: শামশুল আলম	সদস্য	ইমাম	01814820279	

১১/০২/১৯

মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

৯.৩. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা (পৃষ্ঠা - ৩)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘরঃ রত্নাপালং, উপজেলা-উখিয়া, জেলা-কক্সবাজার।

মোবাইলঃ ০১৮১৯-৬৩২৩৫৩, ০১৭১৪-৩৭৫১৩৪

Govt. of the People's Republic of Bangladesh

2 No Ratnapalong Union Parishad

Post: Ratnapalong, Upazila: Ukhiya, Dist: Cox's Bazar.

Mobile: 01819-632353, 01714-375134

চেয়ারম্যানঃ মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী — Chairman: Md. Khairul Alam Chowdhury

সূত্র-

তারিখঃ ১১ ০২ ২০১৭

৩২	শ্রীমৎ জ্যোতি প্রিয় ভিক্ষু	সদস্য	পুরোহিত		
৩৩		সদস্য	ইউনিয়ন আনসার ও ভিডিপি, দলনেতা		
৩৪	মোঃ সোহেল	সদস্য	স্বেচ্ছাসেবক	01820298189	
৩৫	কামাল উদ্দিন	সদস্য	স্বেচ্ছাসেবক	0188356877	
৩৬	মোঃ ইউনুস	সদস্য	স্বেচ্ছাসেবক	01843545164	
৩৭	মোঃ সেলিম উদ্দিন	সদস্য	উদ্যোক্তা-ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার	01815-453977	
৩৮	হরিদাস পাল	সদস্য সচিব	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	01834845124	

১১/০২

মোঃ খাইরুল আলম চৌধুরী
চেয়ারম্যান
২নং রত্নাপালং ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

১০. সিআরএ হালনাগাদকরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ শাখা)
উখিয়া, কক্সবাজার।
www.ukhiacoxsbazar.gov.bd

স্মারক নংঃ- ৫১.০১.২২৯৪.০০০.৪১.২০১৯-৭৩৮ তারিখঃ ১৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ হালনাগাদ এর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতি ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউএনডিপি) অর্থায়নে একশনএইড বাংলাদেশ বাস্তবায়নে উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোপূর্বে অন্যান্য সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে সাথে নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ এর ভিত্তিতে প্রতিবেদনও প্রস্তুত করেছে। একশনএইড বাংলাদেশ তার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উখিয়া উপজেলাধীন রত্নাপালং, রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়নের পূর্বে সম্পন্ন হওয়া ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ হালনাগাদকরণের প্রস্তুতি গ্রহন করেছে।

অতএব, ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ হালনাগাদ এর সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ নিকারুজ্জামান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উখিয়া, কক্সবাজার।
ফোনঃ ০৩৪২৭-৫৬০০১

প্রাপকঃ
.....
চেয়ারম্যান
২নং রত্নাপালং/৪নং রাজাপালং/৫নং পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উখিয়া, কক্সবাজার।

স্মারক নংঃ- ৫১.০১.২২৯৪.০০০.৪১.২০১৯-৭৩৮ তারিখঃ ১৮/১১/২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ
১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।
২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, উখিয়া, কক্সবাজার।
৩। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, কক্সবাজার।
৪। অফিস নথি।

১১. সংশ্লিষ্ট ছবি

ছবি ঃ ১, ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের এফজিডি

ছবি ঃ ২, ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডের এফজিডি

সিআরএ হালনাগাদকরণে সহযোগিতায় ঃ

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

Funded by
European Union
Civil Protection and
Humanitarian Aid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

actionaid